Year 12 | Issue 35
12 - 18 December 2025
বর্ষ ১২ | সংখ্যা ৩৫
২৭ অগ্রহায়ন ১৪৩২
২০ জমাদিউস সানি ১৪৪৭হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : নির্বাচন নিয়ে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত এক বাংলাদেশির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : 'এখনও আমার হাতে দাগ, কোমরে দাগ, আমার পুরো শরীরে স্পট হয়ে আছে। বাংলাদেশে বিমানবন্দরে নামার আগে ৭৫ ঘণ্টা আমাকে ডান্ডাবেড়ি-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

১৫৬ মিলিয়ন ঘুস : চীনে সরকারী কর্মকর্তার ফাঁসি

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : চীনের প্রতিষ্ঠান চায়না হুয়ারং ইন্টারন্যাশনাল হোলডিংসের জেনারেলম্যানেজারথাকাকালীন ১৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুস নেন বাই-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

১০০ মিলিয়ন ডলারের ম্যানশনে মামদানি

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি অবশেষে তাঁর সরকারি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ইমিগ্রান্ট বিতাড়নে হোম অফিসের খড়্গ

টার্গেট ডেলিভারি ড্রাইভার

- এক সপ্তাহের অভিযানে গ্রেফতার ১৭১ জন
- ১৬ মাসে ফেরত পাঠানো হয়েছে ৫০ হাজার
- বাঙালি অধ্যুষিত নিউহাম হাইস্ট্রিটে অভিযান

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: অনুমতি ছাড়া ডেলিভারি ম্যানের কাজ করায় ১৭১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাজ্য। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশি-ভারতীয় ও চীনা নাগরিক। তাদের মধ্যে প্রায় ৬০ জনকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে হোম অফিস।

হোম অফিসের ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট দল গত মাসে সাতদিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে এই অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করে। অভিযানের সময় বিভিন্ন ভিলেজ, মফস্বল ও শহরে কাজ করা ডেলিভারি রাইডারদের থামিয়ে তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। যাদের কাজ করার অনুমতি ছিল না তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য অভিযানস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে হোম অফিস বলেছে, "১৭ নভেম্বর অফিসারদের পূর্ব লন্ডনের নিউহাম হাইস্ট্রিটে মোতায়েন করা হয়। অবৈধভাবে কাজ করায় সেখান থেকে চার বাংলাদেশি ও ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয় নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য।" "এরপর ২৫ নভেম্বর অফিসাররা নরউইচ সিটি সেন্টারে যান। -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ইন্ডিজেন্ট মুসলিম বুরিয়াল ফাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপন

ব্রিটেনের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: ইন্ডিজেন্ট মুসলিম বুরিয়াল ফান্ড (আইএমবিএফ) প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন করলো ইস্ট লন্ডন মসজিদ। ২৬ নভেম্বর বুধবার ইএলএম কানেক্স এর উদ্যোগে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে ইতিহাসবিদ, আর্কাইভ বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং কমিউনিটির বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করেন। এই সংগঠনটি একশ' বছর ধরে ব্রিটেনে দরিদ্র মুসলমানদের মৃত্যুর পর জানাজা ও দাফন কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বক্তারা আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত নথি, ঐতিহাসিক গবেষণা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তহবিলের সূচনা এবং আজও কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও মারিয়ম সেন্টারের প্রোগ্রামস প্রধান সুফিয়া আলম। তিনি বলেন, আজকের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য শতবছর আগে মুসলিম বুরিয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটকে গভীরভাবে দেখা। তিনি ব্রিটেনে মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি বলেন মুসিলম বুরিয়াল ফান্ড-এর রেকর্ডগুলো সেই বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ, যার মাধ্যমে জানা যায়, প্রথমদিকের মুসলমানদের সংগ্রাম কেমন ছিল, তারা কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কারা আমাদের কমিউনিটির ভিত্তি গড়েছিলেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, মুসলমানরা সবসময় একে অপরকে সহায়তা করার দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসেছে । তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্থায়ী ভবন হওয়ার অনেক আগে যারা ব্রিটিশ মুসলিম কমিউনিটির মূল প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রথমদিকের মানুষদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, আমরা শুধু তাদের কাজের প্রশংসা করছিনা, তাদের কাজকে আমরা এগিয়ে নিচ্ছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের সহায়তা করছি । একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া ও যত্ন করা আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মূল বিষয়।

অনলাইনে যোগ দিয়ে ইন্ডিজেন্ট মুসলিম ফান্ড ট্রাস্টের চেয়ার ব্যারিস্টার ইসলাম খান ফান্ডের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, এই সংগঠনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৭ সালে শুরু হলেও প্রথম কোনো মানুষের দাফনের সহায়তা দেওয়া হয় ১৯২৫ সালে। তিনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যেসকল দাতা ও স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনকে টিকিয়ে রেখেছেন তার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বর্তমান চ্যালেঞ্জ- যেমন কবরস্থানের তীব্র সংকট, নিসঙ্গ মারা যাওয়া বা নতুন মুসলিমদের বিষয়ে আলোকপাত করেন । ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে তিনি মুসলিম প্রবীণদের জন্য আবাসিক কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।

ব্যাপক আর্কাইভ গবেষণার ভিত্তিতে নাবিল মোহাম্মদ মুসলিম ব্যারিয়াল ফান্ডের সূচনাকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পেশাজীবী, নতুন আগত অভিবাসী এবং অমুসলিম সমর্থকদের সহযোগিতার মাধ্যমেই তহবিলের প্রাথমিক যাত্রা। এই সহযোগিতা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে সে সময় প্রতিষ্ঠান কম থাকলেও পারস্পরিক সহায়তার চর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এমেরিটাস অধ্যাপক হুমায়ুন আনসারী। তিনি জানান, ২০ শতকের শুরুতে লন্ডনে বহু মুসলমান "ধর্মীয় রীতি পালনের সুযোগ ছাড়াই দরিদ্রদের মতো করে দাফন করা হত ।" তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে জাস্টিস আমীর আলী একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং ব্রুকউড সমাধিক্ষেত্রের মুসলিম সেকশন ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেন। অধ্যাপক আনসারী বলেন, এই উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন পটভূমির মুসলমান-যেমন বিখ্যাত বিভক্ত মুসলিম মারমাডিউক পিকথল-একটি জায়গায় দাফন হতে পেরেছিলেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের ইসলামী পরিচয়কে স্থায়ীভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 35 | 12 - 18 December 2025

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ত্রিমুখী সংকটে ব্রিটেন

কী করবেন স্টারমার?

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় দেউলিয়া হওয়ার সতর্কবার্তা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা তহবিলে যোগদানের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হওয়া এবং একটি নতুন বামপন্থি দলের জন্ম- মূলত এই তিন কারণেই ঝুঁকিপূর্ণ দিন পার করছে ব্রিটেন।

গত সপ্তাহে ব্রিটেনের ঘটনাবলী এমন একটি চিত্র তুলে ধরে যা দেশটিকে অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটের দ্বারপ্রান্তে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ইউরোপের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বাধার সম্মুখীন বিদেশী সম্পর্ক এবং বিপ্লবী স্লোগানসহ দেশীয় রাজনৈতিক দৃশ্য একটি নতুন শক্তির উত্থানের সাক্ষ্য বহন করে। আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি পৃথক ঘটনা প্রমাণ করে জটিল পথ বেছে নিয়েছে লন্ডন। সম্প্রতি ইউকে অফিস ফর স্টুডেন্টসের (ওএফএস) সরকারি সতর্কতা দেশটির উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন মতে, আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। যার মধ্যে ২৪টি সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাবদ্ধ।

ওএফএসের প্রধান নির্বাহী যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্স শিক্ষা কমিটিকে পরিস্থিতি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপের ৭টি-সহ প্রায় ২০টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় গুরুতর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন।

আর এ আর্থিক -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

জালিয়াতি করে আইইএলটিএস পাস

বাংলাদেশীসহ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: আইইএলটিএস (ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিসটেম) পরীক্ষায় জালিয়াতির মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষাধিক অভিবাসী স্টুডেন্ট, ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় ব্রিটেনে এসেছেন, এমন অভিযোগ সামনে নিয়ে এসেছে ব্রিটিশ হোম অফিস। এ অভিযোগে প্রায় ৮০ হাজার পরীক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। যারা প্রকৃতপক্ষে আইইএলটিএস পাস করেননি। অভিযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ, ভারত, তাইওয়ানসহ কয়েকটি দেশ। লন্ডন হোম অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন আইনজীবী এমন তথ্য জানিয়েছেন।

অভিযোগ উঠেছে, বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক বছরে যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও যারা ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় ব্রিটেন গেছেন, তাদের -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

‘ব্রিটেনে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী শিকারিরা’

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

এনসিপির মনোনয়ন পেলেন ১৪ নারী

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : এনসিপি প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে, যার মধ্যে ১৪ জন নারী প্রার্থী রয়েছেন; বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় তরুণ ও পেশাজীবী নারীরাই তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রথম ধাপের মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এর মধ্যে ১৪ জন নারী রয়েছেন। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

নির্বাচনে নওগাঁ-৫ আসন থেকে মনিরা শারমিন, সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে দিলশানা পারুল, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী (প্রীতি), ঝালকাঠি-১ আসনে ডা. মাহমুদা আলম মিতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এছাড়া ময়মনসিংহ-১১ আসনে তানহা শান্তা, ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১২ আসনে নাহিদা সারওয়ার নিভা, ঢাকা-১৭ ডা. তাজনূভা জাবীন, ঢাকা-২০ আসনে ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ, ফরিদপুর-৩ আসনে সৈয়দা নীলিমা দোলা, চাঁদপুর-২ আসনে ইসরাত জাহান বিন্দু, নোয়াখালী-৫ আসনে অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, চট্টগ্রাম-১০ আসনে সাগুফতা বুশরা মিশমা, খাগড়াছড়িতে অ্যাডভোকেট মনজিলা সুলতানা নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন।

তবে সামান্তা শারমিন ও নুসরাত তাবাসসুম বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

১১ মাসে দেশে ৮৫২ রাজনৈতিক সহিংসতা

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা, সমাবেশ কেন্দ্রিক সহিংসতা, কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখল নিয়ে অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

চলতি বছরের ১১ মাসে দেশে কমপক্ষে ৮৫২টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১২৯ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬৯৬৬ জন। ২৯৩টি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪২০ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। কমপক্ষে ১৯০৯ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ৭৮৯ জন। এ ছাড়া সীমান্তে ৬৯টি হামলার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ২৪ জন বাংলাদেশী নিহত, ৩৮ জন আহত ও ৬০ জন গ্রেফতার হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-নভেম্বর মাসে মানবাধিকার পরিস্থিতির এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। রিপোর্টে বলা হয়, গুম ও ক্রসফায়ারের মতো ঘটনা না ঘটলেও রাজনৈতিক সহিংসতা, মব সহিংসতা, গণপিটুনিতে নির্যাতন ও হত্যা, নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ, মাজারে হামলা ও ভাঙচুর এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে ও নির্যাতনে মৃত্যু, শ্রমিকদের ওপর হামলা, শিশু নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন, কারাগারে মৃত্যু, সভা-সমাবেশে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও হত্যাসহ বেশ কিছু সামাজিক অপরাধ ঘটেছে, যা জনমনে ভয় ও আতঙ্ক তৈরি করেছে।

পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা, সমাবেশ কেন্দ্রিক সহিংসতা, কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখল নিয়ে অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতার ৮৫২টি ঘটনার মধ্যে বিএনপি ও তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অন্তর্কোন্দলে ৪৭৪টি ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৫৭৭ জন ও নিহত ৮০ জন, ১৪১টি বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৭৩৬ জন ও নিহত ১৯ জন, ৫৫টি বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৫০৩ জন ও নিহত ২ জন, ১৬টি বিএনপি-এনসিপির মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১৩৪ জন, ২১টি আওয়ামী লীগ-এনসিপির মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৫৭ জন ও নিহত একজন, ৮টি আওয়ামী লীগ-জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ১০ জন ও নিহত দুইজন, আওয়ামী লীগের অন্তর্কোন্দলে ১৩টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৫৩ জন ও নিহত সাতজন, এনসিপির অন্তর্কোন্দলে ১৪টি ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৫ জন ইত্যাদি। নিহত ১২৯ জনের মধ্যে বিএনপির ৯১ জন, আওয়ামী লীগের ২৩ জন, জামায়াতের তিনজন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের একজন, ইউপিডিএফের ছয়জন এবং চরমপন্থী দলের একজন রয়েছেন। সহিংসতার ঘটনার ৭১৬টিই ঘটেছে বিএনপির অন্তর্কোন্দল এবং বিএনপির সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের।

২৯৩টি হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৪২০ জন সাংবাদিক, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। হত্যা করা হয়েছে দুইজন সাংবাদিককে, আহত হয়েছেন অন্তত পক্ষে ২৫৬ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৪৭ জন, হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন ৭৪ জন ও গ্রেফতার হয়েছেন ১৪ জন সাংবাদিক। এ ছাড়া ৩১টি মামলায় ১০৫ জন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

উদ্ধৃত সময়ে সারা দেশে কারাগারে কমপক্ষে ৮০ জন আসামি মারা গিয়েছেন । এ ৮০ জনের মধ্যে ২৫ জন কয়েদি ও ৫৫ জন হাজতি। এটি উদ্বেগজনক যে, এ সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কমপক্ষে ২৪টি হামলার ঘটনায় ১৫ জন আহত, পাঁচটি মন্দির, ৩৭টি প্রতিমা ও ৩৮টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া জমি দখলের মতো চারটি ঘটনা ঘটেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৬৯টি হামলার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে ২৪ জন বাংলাদেশী নিহত, ৩৮ জন আহত ও ৬০ জন গ্রেফতার হয়েছেন। এ সময়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের জলসীমা থেকে ১৯টি ট্রলারসহ ১৬৩ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।

একই সময়ে কমপক্ষে ১৯০৯ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ৭৮৯ জন, যাদের মধ্যে ৪৫৫ (৫৮%) জন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, ১৭৪ (২২%) জন নারী ও কন্যাশিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৬ জনকে ও আত্মহত্যা করেছেন ৯ জন নারী । ৪১০ জন নারী ও কন্যাশিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ২২৫ জন। কমপক্ষে ১৩০১ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যাদের মধ্যে ২৬৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১০৩৮ জন শিশু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

এইচআরএসএস'র সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, গত এগারো মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে, হেফাজতে ও নির্যাতনে কমপক্ষে ৩১ জন নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে ৮ জন সংঘর্ষে বা বন্দুকযুদ্ধের নামে, চারজন নির্যাতনে, ১২ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে এবং সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশের ভয়ে পালাতে গিয়ে ও অসুস্থ হয়ে গত এগারো মাসে আটজনের মৃত্যু হয়েছে।

dragon security

SIA সিকিউরিটি লাইসেন্স করতে চান?

আপনি কি সিকিউরিটি কোর্স এবং লাইসেন্স করতে চান?
Classroom based with E-learning (ACT)
প্রত্যেক সপ্তাহে সার্টিফাইড ক্লাশ, আর দেরী নয়, আজই বুকিং দিন!

DOOR SUPERVISION (SIA)
CCTV SURVEILLANCE (SIA)
SECURITY GUARD (SIA)
SIA TOP-UP REFRESHER
CSCS CARD

Head Office: Room 207
2-4 Commercial Street (2nd Floor)
London E1 6LP
(Nearest Train Station:
Aldgate East, Liverpool Street and
Fenchurch Street Station)

Book & Pay online
www.dragon-security.com

Email : info@dragon-security.com
Tel : 0208 127 1770, 0776 9063 939

WHITECHAPEL | FOREST GATE | SOUTHALL | WEMBLEY | SLOUGH | LUTON

15 years of experience within the private security industry

TERMS & CONDITION APPLY

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants

We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.

• Competitive fees • Excellent services

First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ

Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

ALI'S LAW CHAMBERS
Your Partner in Legal Excellence

CONTACT US FOR EXPERT LEGAL ASSISTANCE

আমাদের সেবা সমূহ
• স্পাউজ, ডিপেন্ডেন্ট এবং ভিজিট ভিসা।
• স্টুডেন্ট এবং গ্রেজুয়েট ভিসা
• ফারদার লিভ টু রিমাইন (এফএলআর)
• EEE & EU প্রি সেটেল্ড এবং সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
• ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন (আইএলআর)
• ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন
• সেলফ্ স্পনসরশীপ ভিসা
• স্কিল্ড ওয়ার্কার এবং কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা
• এডমিনিস্ট্রেটিভ এবং জুডিশিয়াল রিভিউ (সাইনপোস্টিং)
• আপিলস টু দা ট্রাইবুনাল (সাইনপোস্টিং)

Immigration Advice Authority
ico. Information Commissioner's Office
IAA Reg: F202434165

অভিজ্ঞতা
• দশ বছরেরও বেশি আইনি অভিজ্ঞতা
• প্রমাণিত উচ্চ সাফল্যের হার
• স্বচ্ছ, ক্লায়েন্ট-প্রথম মনোভাব
• ব্যক্তিগতকৃত ইমিগ্রেশন সমাধান
• ব্যবসা ও ব্যক্তিগত-উভয়ের জন্য সর্বাঙ্গীন সহায়তা

Find us
119 New Road (1st Floor), London E1 1HJ
020 3645 1099
07502 299 510
admin@alislawchambers.co.uk
www.alislawchambers.co.uk

ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে: মমতা

ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যা করা হচ্ছে তা 'বাড়াবাড়ি'। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহারে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। খবর দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। আমি রাজ্য পুলিশকে বলব, ভয় পাবেন না। একটু সক্রিয় হোন। নাকা (তল্লাশি) অপারেশনের ওপর জোর দিতে হবে।'

বাসিন্দাদের ওপর হয়রানির অভিযোগ করে মমতা বলেন, 'কোচবিহার একটি সীমান্ত জেলা। সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে। কোনো বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে না। কেউ বাংলা বললেই সে বাংলাদেশি হয়ে যায় না। বাংলাদেশ একটি দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য।'

মমতা বলেন, উত্তর প্রদেশের অনেকে উর্দু বলেন। পাকিস্তানিরাও উর্দু বলেন। পাকিস্তানেও একটি পাঞ্জাব আছে। ভারতেও পাঞ্জাব আছে। দুই পাশের বাসিন্দারা পাঞ্জাবি বলেন। বাংলার বাসিন্দাদের হয়রানি করা হচ্ছে।

হ্যান্ডকাফ-শেকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে নথিপত্রহীন আরও ৩১ বাংলাদেশিকে। সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারা পৌঁছান। তবে তাদেরকে হ্যান্ডকাফ ও শরীরে শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এর আগে চলতি বছর আরও ২২৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনালড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম আরও জোরদার করেন। ট্রাম্পের এ নীতির অংশ হিসেবে এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের বহু মানুষকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশে ফেরত কর্মীদের ব্র্যাকের পক্ষ থেকে পরিবহন সহায়তাসহ জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফেরত পাঠানো এই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর। এছাড়া সিলেট, ফেনী, শরিয়তপুর, কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলার কর্মী আছেন।

ফেরত পাঠানো বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, তাদেরকে প্রায় ৬০ ঘণ্টা হাতে হ্যান্ডকাফ ও শরীরে শেকল পরিয়ে দেশে পাঠানো হয়। ঢাকা বিমানবন্দরে তাদের শেকলমুক্ত করা হয়। ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, দেশে ফেরত এই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা জেনেছি এই ৩১ জনের মধ্যে অন্তত সাতজন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুরোর (বিএমইটি)

ছাড়পত্র নিয়ে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। এরপর সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। এরপর তারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য আবেদন করলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

শরিফুল হাসান বলেন, আমরা আগেও বলেছি ব্রাজিলে যাদের কাজের নামে পাঠানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই ব্রাজিল থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। এজন্য একেকজন ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা খরচ করছেন কিন্তু ফিরছেন শুন্য হাতে। যে এজেন্সি তাদের পাঠিয়েছিল এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ছিলো তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।

তিনি বলেন, ডোনালড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এর আগে চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জন ও ৮ জুন একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়। এর আগে চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে আরো অন্তত ৩৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার কারণে চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে।

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

এর যুগপূর্তি উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা আহবান

সাপ্তাহিক দেশ এর গৌরবময় যুগপূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বিলেতের বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাঙালি কমিউনিটির ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, স্মৃতিচারণ ও গবেষণাধর্মী লেখা পাঠানোর জন্য সম্মানিত লেখক, সাংবাদিক, গবেষক ও পাঠকদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে।

- লেখা হতে হবে মৌলিক
- শব্দসংখ্যা : ৮০০-১০০০
- লেখকের নাম, পরিচয়, পদবি দিতে হবে
- লেখকের ছবি যুক্ত করতে হবে
- লেখা-সংশ্লিষ্ট কোনো ছবি থাকলে পাঠালে ভালো

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ইমেইল এড্রেস : editor@weeklydesh.co.uk

বিশেষ সংখ্যা সমৃদ্ধ করে তুলতে আপনার মূল্যবান লেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।

শুভেচ্ছান্তে
তাইসির মাহমুদ
সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ

ভারতীয় বার্তা সংস্থার রিপোর্ট

খালেদা জিয়ার জন্য হাসিনার প্রার্থনা

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার রাজনৈতিক চির প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতে অবস্থানরত আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের বার্তা সংস্থা আইএএনএস'কে ইমেইলে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ এটা জানতে পেরে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই প্রার্থনা করি।'

ইমেইলে দেয়া এ সাক্ষাৎকার নিয়ে নিজেই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আইএএনএস। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবনতিশীল স্বাস্থ্যের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। তার কাছে আইএএনএস ইমেইলে খালেদা জিয়ার জটিল স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং সাম্প্রতিক রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে শেখ হাসিনা ওই মন্তব্য করেন।

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়, ৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হৃদযন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি। সেখানে তার চিকিৎসা তদারক করছেন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা সমন্বয় করছেন জুবাইদা

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত। তার চিকিৎসার জন্য গঠিত দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড প্রতিদিন বৈঠক করে চিকিৎসায় পরিবর্তন আনছেন। উন্নতি হচ্ছে খুবই ধীরে। লিভারের জটিলতা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কিডনি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেডিকেল বোর্ড। ওদিকে, শারীরিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিদেশ নিয়ে উন্নত চিকিৎসার কথা ভাবছে না মেডিকেল বোর্ড। ওদিকে লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর বোর্ডে সশরীরে অংশ নেন খালেদা জিয়ার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান। তিনি বৈঠক শেষ করে বাসায় ফেরেন। দিনের বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে শাশুড়ির শয্যা পাশে কাটান। বাসায় থাকার সময়ও টেলিফোনে টাইম টু টাইম তিনি শাশুড়ির স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখছেন। চিকিৎসার বিষয়গুলোর তিনি সমন্বয় করেন। ডা. জুবাইদা বেশ কয়েকদিন দেশেই থাকবেন।

মেডিকেল বোর্ডের একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, একটি জটিলতা কেটে গেলে নতুন করে আরেকটি জটিলতা দেখা দেয়। একটি রোগের প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আরেকটি বেড়ে যায়। উন্নতি আছে, তবে সেটা আহামরি বলা যাবে না। বয়সজনিত কারণে সেরে উঠতে সময় লাগবে। উন্নতি হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। উনার মাি□পলডিজিজ (বহুমুখী জটিলতা) থাকায় একটি রোগ থেকে সেরে উঠলে আরেকটি দেখা দেয়। লিভার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কিডনি জটিলতায় বেশ ভুগছেন। কিডনির ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বর্ডার লাইন (ঝুঁকিপূর্ণ সীমা) অতিক্রম করেছে

বেশ আগেই। এটা নিয়ন্ত্রণে রাখাই কষ্ট হচ্ছে। এখানে বয়স একটা বড় ফ্যাক্টর। প্রতিনিয়ত ডায়ালাইসিস দিতে হচ্ছে। ডায়ালাইসিস বন্ধ করলেই কিডনির অবস্থা অবনতি হয়।

সূত্র জানায়, বিএনপি চেয়ারপারসনকে সিসিইউতে নেয়ার পর থেকে প্রতিদিন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্যারামিটারগুলো খারাপ আসছে না। তবে একেবারে ঝুঁকিমুক্তও হচ্ছেন না। সিসিইউতে এডভান্স ট্রিটমেন্ট দেয়া হচ্ছে। মেডিকেল বোর্ড প্রতি রাতে বৈঠকে বসে। যেখানে প্রত্যেকটি চিকিৎসক আলাদা রোগ নিয়ে আলোচনা করেন। রিপোর্ট দেখে কিছু ওষুধ বন্ধ করেন, আবার চালু করেন। কিছু ওষুধের মাত্রা কমান কিংবা প্রয়োজনে বাড়িয়ে দেন।

জানা গেছে, চিকিৎসকদের পরামর্শে গুলশানের বাসা থেকে প্রতিদিন খাবার পাঠানো হচ্ছে। সার্বক্ষণিক খালেদা জিয়ার সঙ্গে আছেন পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা, সৈয়দা শর্মিলা রহমান, গৃহপরিচারিকা ফাতেমা এবং স্টাফ রূপা আক্তার। বিএনপি চেয়ারপারসনের ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার, ভাইয়ের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা সার্বক্ষণিক পাশে আছেন। তাদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা বলার চেষ্টা করেন খালেদা জিয়া।

আজ আসছে না এয়ার এম্বুলেন্স: সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার এম্বুলেন্সটি আপাতত ঢাকায় আসছে না। জার্মানিভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে পূর্বের□ট অনুমোদন প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছে। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ আবেদনটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। এতে করে আজ এয়ার এম্বুলেন্সেটি আসবে না এবং আপাতত খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রা হচ্ছে না। এর আগে ওই সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে কাতার সরকারের ব্যবস্থা করা এয়ার এম্বুলেন্স মঙ্গলবার সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার অনুমতি নিয়েছিল। সেটি মঙ্গলবার সকাল ৮টায় অবতরণ ও একইদিন রাত ৯টার দিকে উড্ডয়নের অনুমোদন নিয়েছিল। সিভিল এভিয়েশনের দায়িত্বশীল সূত্র তথ্যটি নিশ্চিত করেছে।

শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে, এয়ার এম্বুলেন্সটি কাতার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মানিভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ থেকে ভাড়া নেয়া হয়েছিল। এটি বোমবার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০৪ মডেলের একটি বিজনেস জেট, যা দীর্ঘ দূরত্বের মেডিকেল ইভাকুয়েশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চ্যালেঞ্জার ৬০৪ তার শক্তিশালী ট্রান্সকন্টিনেন্টাল সক্ষমতার জন্য পরিচিত, যা ঢাকা-লন্ডন মেডিকেল ট্রান্সফারের জন্য উপযোগী।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

আল জাজিরার রিপোর্ট

নির্বাচনের আগে উদার নৈতিক ধারায় বিএনপি

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের উদার, গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর মাধ্যমে দলটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কয়েক দশকের পুরনো সম্পর্কের চূড়ান্ত ইতি টানছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের ১৬ মাস পর এ বিষয়টি সামনে এসেছে। বিগত শাসনামলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও বিরোধীদের নির্বিচারে হত্যার জন্য দায়ী হাসিনা। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে আন্দোলন চলাকালীন বিক্ষোভকারীদের ওপর চালানো নৃশংস দমনপীড়নের বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তাতে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি। ঐতিহাসিকভাবে বিএনপি'র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ, উদার হিসেবে দাবি করে এসেছে পতিত দলটি। যদিও সমালোচকরা তাদের এ দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এক সময় আওয়ামী লীগের বিরোধিতাই বিএনপি-জামায়াতকে জোটবদ্ধ করে। যদিও কখনোই দল দু'টির আদর্শগত পার্থক্য গোপন থাকেনি। বিএনপি জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। অন্যদিকে জামায়াতের মূল দর্শন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। বর্তমানে এই মতপার্থক্য দল দু'টির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদ তৈরি করেছে। সর্বশেষ ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জোট সরকার পরিচালনা করে বিএনপি ও জামায়াত।

এ সপ্তাহে এক ভাষণে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন, তখন কী হয়েছিল মানুষ দেখেছে। এক্ষেত্রে তিনি জামায়াতের নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও গোটা বাংলাদেশে তার বক্তব্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় জামায়াতের বিরোধিতাকেই বুঝিয়েছেন। ভোটের মাঠে জামায়াতে ইসলামী ধর্মের অপব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ তারেকের। গত মাসে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি 'ধর্মের নামে' দেশকে বিভক্ত করার বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, বিএনপি'র রাজনীতি জাতীয় ঐক্য, গণতান্ত্রিক নীতি এবং একাত্তরের মূল চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিভক্ত করা উচিত নয়।

দুই দলের সম্পর্কে এমন পরিবর্তনের কারণ কী?

বিএনপি'র সামপ্রতিক বয়ান ইঙ্গিত দিচ্ছে তারা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সেই শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করছে যা আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পাশ কাটিয়ে একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করেছে। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের

প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান। আবার তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন তিনি।

ক্ষমতায় থাকাকালীন হাসিনাও সেই পথে হেঁটেছেন। ২০০৯ থেকে ২০২৪- পুরো শাসনামলে জামায়াতকে কার্যত নিষিদ্ধ রাখেন হাসিনা। গ্রেপ্তার করেন বিএনপি'র হাজার হাজার নেতাকর্মী। যার মধ্যে ছিলেন বিএনপি'র দীর্ঘদিনের প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বর্তমানে সাবেক এই নেত্রী খুবই সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছে তার দল ও পরিবার। হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং অন্যান্য সমালোচকদের ওপর চালানো নির্মম দমনপীড়নের ফলে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে সংসদে আওয়ামী লীগকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে চিত্রিত করেন শেখ হাসিনা।

গণ-অভ্যুত্থানের পর কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের শূন্যস্থান পূরণে জামায়াতের মতো ইসলামপন্থি দলের সঙ্গে বিএনপি'র সম্পর্ক ছিন্ন করা বহুত্ববাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী জনগণের কাছে দলটির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তবে বিএনপি-জামায়াতের এই বিভাজন রাতারাতি হয়নি। নির্বাচনের আগে বৃহত্তর সংস্কার হওয়া উচিত কি-না, সংবিধানের পুনর্গঠন কীভাবে করা যায় ও হাসিনা-পরবর্তী রাজনীতি কোন পথে চলবে- এসব মৌলিক প্রশ্নে গত কয়েক মাসে দল দু'টির দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচনের আগেই ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয় জামায়াত। পক্ষান্তরে সংবিধানের ন্যূনতম সংশোধনের মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচন চেয়েছে বিএনপি। এসব মতানৈক্য ধীরে ধীরে বড় হয়ে সামনে এসেছে। তবে এই মতানৈক্য কেবল কৌশলগত মতবিরোধ নয়। নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর আদর্শিক মূল্য রয়েছে। কারণ বাম ও উদার-ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবে আওয়ামী লীগের যে স্থান ছিল তা এখন ফাঁকা। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে সেই স্থানই দখল করার চেষ্টা করছে বিএনপি।

বিএনপি'র এই হিসাবনিকাশ ভোটারদের মেজাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তরুণ-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানে একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের পতন হওয়ার পর মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন এবং রাজনৈতিক মধ্যপন্থার যে আশা তৈরি হয়েছে- জামায়াতের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রবণতা সেই অনুভূতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছে বিএনপি। নিজেদেরকে নতুনভাবে ব্র্যান্ডিং করার মাধ্যমে এসব ভোটারদের কাছাকাছি পৌঁছাতে চাচ্ছে দলটি।

এর লক্ষ্য একাত্তরের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে পুনরুদ্ধার করা। বিগত সময়ে আওয়ামী লীগ-জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকে পুঁজি করে রাজনীতি করেছে। পাশাপাশি ওই বয়ান দিয়ে বিএনপিকেও অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তারা। তবে এখন সেই ধারণা পাল্টে দিচ্ছে বিএনপি। একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকার নিন্দা জানিয়ে আওয়ামী লীগের অর্ধশতক ধরে জিইয়ে রাখা সেই আদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে দলটি। এর মাধ্যমে তারা সেই সকল তরুণদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে যারা এখনকার সময়কে একক দলের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

বিএনপি'র এই প্রচেষ্টা ঝুঁকিমুক্ত নয়। এভাবে মনোভাব পরিবর্তন করা কি আদৌ আন্তরিক নাকি সুযোগসন্ধানী- বিএনপিকে সে সংশয় কাটিয়ে উঠতে হবে। আবার এমন উদারনৈতিক পরিবর্তন বিএনপি নিজেদের ভেতর থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাছাড়া, হাসিনা-পরবর্তী রাজনীতিতে ক্ষেত্রটি বেশ কঠিন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মতো তরুণদের দল ও সুশীল সমাজের নেটওয়ার্কগুলোও উদার-মধ্যপন্থি ভোট দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। যদি বিএনপি ভিন্ন ভিন্ন গণতন্ত্রপন্থি নির্বাচনী এলাকাগুলোকে একীভূত করতে না পারে তাহলে ভোটের এই বিভাজন বিএনপি'র প্রত্যাশা লঘু করে দিতে পারে। তবে বিএনপি'র এই নতুন পরিবর্তন কৌশলগতভাবে আপাতত বেশ শক্তিশালী।

দলটিকে এখন আর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ডানপন্থি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে না। এখন গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফরম আরও বিস্তৃত হচ্ছে। যেখানে আওয়ামী লীগের সাবেক ভোটার, উদারপন্থি, সংখ্যালঘু এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ প্রজন্ম নিজেদের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে।

LS Londonium Solicitors

আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373

PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt

Emdadul Hussain Forhad
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University

07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ

সাংবাদিক শওকত মাহমুদ কারাগারে

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর : সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর রমনা মডেল থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনতা পার্টি বাংলাদেশের মহাসচিব সিনিয়র সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

সরকার 'উৎখাতের ষড়যন্ত্রে' জড়িত থাকার অভিযোগে যে মামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই মামলায় শওকত মাহমুদকে রোববার গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে দুপুর আড়াইটার দিকে ডিবি পুলিশ একটি মাইক্রোবাসে করে শওকত মাহমুদকে আদালতে নিয়ে আসে। তাকে ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই জিন্নাত আলী জানান, মামলার মূল নথি না থাকায় রিমান্ডের বিষয়ে শুনানি হয়নি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ তাকে কারাগারে আটক ও ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে পৃথক দুটি আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, শওকত মাহমুদসহ আরও অজ্ঞাত আসামিরা এনায়েত করিম চৌধুরীর সঙ্গে যোগসাজশে বিভিন্ন সময়ে দেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জন-নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এবং উচ্চ পদস্থ লোকজন ও ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে গোপনে সভা-সমাবেশ, পরামর্শ করেছে। আবেদনে বলা হয়, অন্যান্য আসামির সঙ্গে যোগসাজশ করে শওকত মাহমুদ একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের পক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চান। এজন্য তিনি কোনো কোনো দল বা সংগঠনের সঙ্গে গোপনে 'সলাপরামর্শ করছেন' সেসব তথ্য উদঘাটনে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

এর আগে গত রোববার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে রমনা মডেল থানাধীন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী ১৯৮৮ সালে আমেরিকায় যান। ২০০৪ সালে আমেরিকান পাসপোর্ট পান। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করার জন্য তিনি অন্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে ৬ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে আসেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিন্টো রোড এলাকায় প্রাডো গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে থাকেন। তাকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তার গাড়ি থামায়। কেন এখানে ঘোরাঘুরি করছেন, জানতে চাইলে তিনি পুলিশকে কোনো উত্তর দিতে পারেননি। এ জন্য তাকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় এবং তার কাছে থেকে দুটি আইফোন জব্দ করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। এ মামলায় তিন দফায় এনায়েত করিমকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডিবি পুলিশ। পরবর্তীতে গ্রেপ্তারের পর তার সহযোগী এস এম গোলাম মোস্তফা আজাদ, জাতীয় পার্টির রওশনপন্থি অংশের মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশীদ ও যুব সংহতির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সম্পদের হিসাব দাখিল ও কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করেছি

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : আমি সম্পদের বিবরণী আজ সকালেই দাখিল করেছি, একই সঙ্গে আমার যে কূটনৈতিক পাসপোর্ট আছে সেটাও আমি বাতিল করেছি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের শিরিট ধারণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি, সেটা দেশবাসী বলবে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি বলেন, তিনি নির্বাচন করবেন, এটা নিশ্চিত। তবে কোথা থেকে বা কোন দল থেকে করবেন, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। কোনও দলে যোগ দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, এনসিপিতেই যোগ দেবো। কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপদেষ্টা পদে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইনগত বাধা না থাকলেও নৈতিকতার প্রশ্ন আছে। যা নিজে বলেছি, সেটির চর্চা করবো। পদত্যাগসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জানানো হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

আপনি কি আগামীকাল উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন নাকি আজ দিয়েছেন- এ বিষয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আমাকে ডাকা হয়েছে। বাকিটা প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে আপনাদের জানানো হবে।

বিএনপির হয়ে ধানমণ্ডি থেকে নির্বাচন করার গুঞ্জন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ধরনের অনেক অনুমান হয়েছে। ধানমণ্ডিতে বিএনপি ইতোমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, আমার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বাক স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করেছে। বাক স্বাধীনতা থাকবে, তবে সেটির সঠিক ব্যবহার সবাই নিশ্চিত করবে।

তার ব্যক্তিগত এপিএস মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য তিনি দুদককে অনুরোধ করেছেন। এখন ঘটনাটি পুরোপুরি দুদকের এখতিয়ারেই রয়েছে।

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াউপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

আসিফ মাহমুদ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের শুরুতেই উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি প্রথমে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পরে শ্রম মন্ত্রণালয় বাদ দিয়ে তাকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সময় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া উপদেষ্টা রয়েছেন ২২ জন। আসিফ মাহমুদ পদত্যাগ করলে উপদেষ্টাদের সংখ্যা হবে ২১। প্রধান উপদেষ্টা পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। ১০ জন ছাড়া বাকি সব উপদেষ্টা একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

KUSHIARA INTERNATIONAL TRAVELS
Always At Your Service
Our Service
+88 029 9770 0392
+8801313-088874
+8801313-088875
+8801313-088876
+8801313-088877
We Are Open 6 Days in Week 10.00 am To 6.00 pm Saturday to Thursday
International & Domestic Airline Tickets
Hotel Booking
Tour Packages
Airport Pickup & Drop
Passport Service
IATA ATAB Biman US-BANGLA NOVOAIR Emirates QATAR BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES KUWAIT
Bangladesh Office Sylhet : 43/A, Block - 2, Kumarpara, Sylhet
KUSHIARA TRAVELS LTD.
Trevels * Cargo * Money * Transfer * Courier * Service
WE ARE TRUSTED FOR BIMAN & ANY OTHER AIRLINES TICKETS.
For More Information
Hotline 0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
Whatsapp Only. 07908 854321
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
SEND MONEY
FAST, SAFE & SECURE
kushiaratravel@hotmail.com
We Provide
Hotel Booking
Transport Service
DHL
Cargo Service
No Visa Required (NVR)
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
Kushiara Uk Office: 319, Commercial Road, London, E1 2PS. + 44 020 7790 1234

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN
FAKHRUL ISLAM
SAYED HASAN
SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
18 Tapestry Way, London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

এনসিপির আলোচিত নেতারা কে কোন আসনে প্রার্থী হলেন

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি। বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

প্রথম ধাপে যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে দলটি সেখানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে ঢাকা-১১ আসন থেকে (বাড্ডা, ভাটারা, রামপুরা এলাকা) মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রংপুর-৪ আসনে নির্বাচন করবেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

এছাড়া এনসিপির অন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে পঞ্চগড়-১ আসনে সার্জিস আলম, ঢাকা-৯ আসনে তাসনীম জারা, ঢাকা-১৬ আরিফুল ইসলাম আদীব, ঢাকা-১৮ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, নরসিংদী-২ সারোয়ার তুষার, কুমিল্লা-৪ হাসনাত আব্দুল্লাহ, নোয়াখালী-৬ আসনে আব্দুল হান্নান মাসউদ নির্বাচন করছেন।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, এবার তাঁরা ব্যালট রেভল্যুশনে যাচ্ছেন। তিনি দলীয় প্রতীক শাপলা কলি এবং গণভোটে 'হ্যাঁ' এর পক্ষে ভোটের প্রচার চালাতে প্রার্থীদের আহ্বান জানান।

এ সময় এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব তাসনীম জারা বলেন, দেড় হাজারের বেশি প্রার্থী তাদের দলের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এনসিপির প্রার্থী তালিকায় ব্যতিক্রম দেখা যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মুশফিক উস সালেহিন প্রমুখ।

অর্থ উপদেষ্টা সচিবালয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদকে তার কার্যালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন সচিবালয়ে কর্মরত নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

সচিবালয়ে কর্মরত সব কর্মচারীর জন্য ২০ শতাংশ 'সচিবালয় ভাতা'র দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। এর অংশ হিসেবেই অর্থ উপদেষ্টাকে আজ বুধবার অবরুদ্ধ করেন তারা। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায়ও অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন অর্থ উপদেষ্টা।

অর্থ উপদেষ্টার বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোনে চারবার চেষ্টা করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গাজী তৌহিদুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে জানান, অর্থ উপদেষ্টা তার কার্যালয়ে আছেন। আর আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিসংবলিত শ্লোগান দিচ্ছেন। তারা এখনো অর্থ বিভাগের সামনে অবস্থান করছেন।

এ দিকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সন্ধ্যায় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ও অর্থসচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার বৈঠক করেছেন। আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণে আগামী সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি হবে- এমন বার্তা আন্দোলনকারীদের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা তা মানেননি। আজই প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান এবং তাদের অবস্থান ধরে রাখেন।

আজ বেলা আড়াইটার দিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত তিন শতাধিক নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারী সচিবালয়ে জড়ো হন। পরে তারা মিছিল নিয়ে অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন। কর্মচারীরা এ সময় হ্যান্ডমাইকে ভাতার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

কর্মচারীদের দাবি হচ্ছে উপদেষ্টা, মন্ত্রী ও সচিবেরা রাতে যতক্ষণ অফিসে থাকেন, ততক্ষণ তাদেরও অফিস করতে হয়। বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মিত বেতনকাঠামোর বাইরে নানা ধরনের ভাতা পেলেও সচিবালয়ের কর্মচারীদের তা দেওয়া হয় না।

আন্দোলনকারীদের একজন জানান, দীর্ঘদিন থেকেই তাদের ক্ষোভ রয়েছে। রেশনের দাবিতেও তারা অর্থ উপদেষ্টাকে অবরুদ্ধ করেছিলেন। তখন তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, রেশনের বিবেচনা করবেন; কিন্তু তিনি কথা রাখেননি। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা চালুর ঘোষণা দিয়ে তা-ও কার্যকর করেনি সরকার। নতুন বেতন কমিশনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অর্থ উপদেষ্টা এরই মধ্যে কয়েকবার বলেছেন, বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করবে নির্বাচিত সরকার। এর আগে গত ২২ জুন সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতেও অর্থ বিভাগের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন কর্মচারীরা।

ক্লিন ইমেজের আ'লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ অনেকটাই অনিশ্চিত। কারণ দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। তাহলে এই অবস্থায় কী হবে দলটির ভবিষ্যৎ? ঢাকা-দিল্লি আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক আলোচনায় বিষয়টি এসেছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তবে ঢাকার তরফে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের নির্বাচনে অংশ নেয়া সম্ভব নয়। তারা চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারেন। যাদের ইমেজ অপেক্ষাকৃত ক্লিন তাদের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা রয়েছে কিংবা মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে তাদের এমন কাউকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকায় গত ১২ই মে এক প্রজ্ঞাপনে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশের পক্ষ থেকেও আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে সরকারের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়। তাদেরকেও সরকার একই জবাব দেয়। ওদিকে আওয়ামী লীগের ক্লিন ইমেজের নেতাকর্মীদের নিয়ে সংগঠিত হতে চেয়েছিল একটি অংশ। কিন্তু শেখ হাসিনা তাতে মত দেননি।

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
ACCA

Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি, ১৮ কোটি মানুষের প্রতিপক্ষ

দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজরা দেশের ১৮ কোটি মানুষের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজ নামের মানুষশকুনরা। দুর্নীতির কারণে দেশের সরকারি অফিসগুলোতে কোনো সেবা পাওয়া অরণ্যে রোদনের শামিল। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যাদের পোষা হয়, সেসব ভৃত্যরা তাদের মালিক-মোক্তারদের সেবার বদলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোকে কর্তব্য বলে ভাবে। চাঁদাবাজ নামের অন্ধগলির কীটদের জন্য অতিষ্ঠ প্রায় প্রতিটি মানুষ। 'সুশাসিত, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকার : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক ইশতেহার প্রণয়নে সুপারিশ' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে নাকি কমেছে, সে বিষয়ে তুলনামূলক তথ্য নেই। এটি নিয়ে টিআইবি কাজ করছে। কিন্তু এটা বলা যায়, দুর্নীতি অব্যাহত আছে। রাজনৈতিক ও সরকারি স্পেসের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে বিভিন্ন মহল দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজিতে লিপ্ত রয়েছে। সরকারের অভ্যন্তরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে, এটা উদ্বেগজনক। তাঁর মতে, ১৫ বছরের যে জঞ্জাল, সেটা কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশে সুশাসিত, গণতান্ত্রিক, দুর্নীতিমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজটা চট করে জাদুর কাঠি দিয়ে সম্ভব নয়। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয়, তা মানতে হবে। তবে এই সুযোগটা তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগ রাজনৈতিক দলগুলো কতটা নেবে, সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; একইভাবে তাদের কার্যপদ্ধতির মধ্যে অর্থ, পেশি ও ধর্মের প্রভাবটা নির্বাচনের আগে ও পরে কতটুকু তাদের প্রভাবিত করবে, সেটার ওপর ফলাফল অনেকটা নির্ভর করবে। দেশের উন্নয়নে সুস্থ রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসা খাতের সংস্কারের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হলে ব্যবসায়ীরাই লাভবান হবেন। টিআইবির নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্যে স্পষ্ট যে জুলাই অভ্যুত্থানের পরও রাজনীতি ও অর্থনীতি কোনো ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসেনি। এ পরিবর্তন আনতে ভবিষ্যতে যে নির্বাচিত সরকার আসছে তাদের তৎপর হতে হবে।

তারেক রহমানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কেন প্রয়োজন

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি জনগণের ভালোবাসাই তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। তাঁর দল বিএনপির প্রতিও যে জনগণের ভালোবাসা, তা স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ও জনগণের অধিকার আদায়ে তাঁর আপসহীন ভূমিকার কারণে। দুই দশক আগে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর ফখরুদ্দীন-মইন উদ্দিন এবং শেখ হাসিনার মতো স্বেচ্ছাচারী কবলিত বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়াকে কারান্তরালে রেখে তাঁকে কলঙ্কিত করার জন্য নানা অভিযোগ এনে, অপবাদ দিয়ে ও বিদ্রুপ করার পরও তাঁকে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যায়নি। খালেদা জিয়াকে সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে দেশজুড়ে মানুষের ব্যাকুলতা, কান্না এবং তাঁর রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, জনগণ তাঁকে কতটা ভালোবাসে। জনগণ কেন তাঁকে এত ভালোবাসে? ১৯৯১ সালে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি লোভলালসার ঊর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনগণ তাঁর মাঝে এক দশক আগে চক্রান্তকারীদের হাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল। তথাকথিত ওয়ান-ইলেভেনে আসা ফখরুদ্দীন-মইন উদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে হুমকি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করলে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি দেশ ছেড়ে, দেশের মানুষকে ছেড়ে কোথাও যাব না। এই দেশই আমার একমাত্র ঠিকানা। দেশের বাইরে আমার কিছু নেই, কোনো ঠিকানাও নেই।' জনগণ কী বেগম খালেদা জিয়াকে ভালোবাসবে, না কি দেশে সামান্য ব্যক্তিগত বিপদ দেখলেই যারা পাশের দেশে গিয়ে, 'মেরা ভারত মহান' গানের সঙ্গে সুর মেলাবে তাদের ভালোবাসবে?

বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থা এখনো সংকটজনক এবং তিনি ঝুঁকিমুক্ত নন। এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অব্যাহত অবনতির খবরের মধ্যে গত শুক্রবার তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ড আশার কথা শুনিয়েছে, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর বুকে জমে থাকা কফ পরিষ্কার হচ্ছে। তবে তাঁর হৃদযন্ত্র, লিভার, কিডনি ও ফুসফুসের জটিলতা কাটছে না। একটির সামান্য উন্নতি হলে অন্যটির অবনতি ঘটছে। চিকিৎসকরা আশাবাদী যে তাঁরা খালেদা জিয়াকে যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, তিনি তা গ্রহণ করতে পারছেন এবং ওষুধ কাজ করছে। মেডিকেল বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডনে নেওয়া। সবকিছু ঠিক থাকলে তাঁকে নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করবে। তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত জনগণ অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে।

গত বুধবার আমি আমার এক লেখায় বেগম খালেদা জিয়ার গুরুতর শারীরিক অবস্থা এবং তিনি যখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন, সে অবস্থায় তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মায়ের পাশে থাকার আবশ্যকতার কথা বলি এবং জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের শীর্ষ নেতা হিসেবে দেশ থেকে তাঁর অনুপস্থিতি বা দেশে না ফেরার কারণ এবং জাতিকে সংকট থেকে উত্তরণে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে সংশয় ব্যক্ত করি। বিএনপি মিডিয়া টিম প্রেস-এর দায়িত্বে নিয়োজিত সালেহ শিবলী লন্ডন থেকে আমাকে বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা-সম্পর্কিত বন্দোবস্তের আপডেট দেন এবং তারেক রহমানের দেশে ফেরা, বা বিলম্ব হওয়ার কারণ নিয়ে মিডিয়ায় নানামুখী বক্তব্যে বিভ্রান্তি রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। তাঁর নিরাপত্তার উদ্বেগই দেশে দ্রুত না ফেরার কারণ কি না, জানতে চাইলে শিবলী বলেন যে নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই একটি কারণ, তবে মুখ্য কারণ নয়। বেগম খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকেই তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে গুঞ্জন এবং বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রাত্যহিক প্রধান খবর উঠলে তারেক রহমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি তাঁর দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত 'একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়' বলে উল্লেখ করার পর অনেকে বলেছেন, তাঁর দেশে না ফেরার অন্যতম কারণ নিরাপত্তাহীনতা। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে যে তারেক রহমানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর বিমানবন্দর থেকে তিনি স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) নিরাপত্তাও পেতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকার সময়মতো সিদ্ধান্ত নেবে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বা সমমর্যাদার ব্যক্তিরা এসএসএফের নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রের 'অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' ঘোষণা করে তাঁকে এসএসএফের নিরাপত্তা দিয়েছে সরকার। গোয়েন্দা সূত্রও নিশ্চিত করেছে যে তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো নিরাপত্তাশঙ্কা নেই, তাঁর ব্যক্তিগত কোনো নিরাপত্তাশঙ্কাও নেই। তিনি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পাবেন।

এসএসএফ-নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বাইরে, এখন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেশে তাঁর এমন অনুরাগী আছে, যারা তাঁর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। আবার তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী লোকজনও আছে, যারা তাঁর ক্ষতিসাধনে ওত পেতে থাকতে পারে

তারেক রহমানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা কেন প্রয়োজন

সরকার হয়তো তারেক রহমানের 'সর্বোচ্চ' নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। শর্ষের মাঝেও ভূত থাকে। ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে গার্ড পরিদর্শনের সময় লাইন থেকে ছুটে এসে রাইফেল দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাঁধে সজোরে আঘাত করেছিল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর এক সদস্য। কার মনে কী থাকে তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারও জানার কথা নয়। 'এসএসএফ'-এর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থাকা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা ব্যক্তিদের বাইরে এখন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেশে তাঁর অনুরাগীও আছে, যারা তাঁর জন্য জীবন দিতেও যেমন প্রস্তুত, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী লোকজনও আছে, যারা তাঁর ক্ষতিসাধন করতে ওত পেতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়ান-ইলেভেনের সরকার আমলে কারা নিষ্ঠুর আক্রোশে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল, সে কাহিনি কমবেশি সবার জানা। অতএব সব বিবেচনায় তারেক রহমানের দেশে ফেরার ও নিরাপদে চলাফেরা এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নির্বাচনি অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারে, যা কারও কাম্য নয়। সবাই এখন নির্বাচন চায়, যাতে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার আর কালক্ষেপণ না করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সসম্মানে বিদায় নিতে পারে।

অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে সময় লাগে না। চোখের পলকে অঘটন ঘটে যায়। পাঠকদের ১৯৮৩ সালের ২১ আগস্ট ফিলিপাইনে সহস্রাধিক সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা ম্যানিলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান থেকে অবতরণ করা মাত্র ঘাতকের গুলিতে বিরোধী দলের নেতা সিনেটর বেনিগনো অ্যাকুইনোকে হত্যা করার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেব। অ্যাকুইনো ছিলেন ওই সময়ের ফিলিপাইনে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট মার্কোসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও কট্টর সমালোচক। তিন বছর যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে থাকার পর তিনি দেশে ফিরে আসছিলেন পরের বছর সম্ভাব্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে। তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে ফিলিপাইনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিমানে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর জীবনের ওপর ঝুঁকি রয়েছে, তা সত্ত্বেও যে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন- এ সম্পর্কে বলেন, "আমি আমার বিপদ সম্পর্কে সচেতন। কারণ আপনারা জানেন, হত্যাকাণ্ড ফিলিপাইনে 'পাবলিক সার্ভিস'-এর অংশ। ঘাতকের একটি গুলিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে তাই হোক।"

অ্যাকুইনোকে বহনকারী বিমান ম্যানিলা বিমানবন্দরে অবতরণ করলে সৈন্যরা বিমানে প্রবেশ করে তাঁকে আটক করে এবং তাদের প্রহরায় বিমান থেকে নামিয়ে তাঁকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে ঘাতক। সৈন্যরা সতর্ক হওয়ার আগেই তারা অ্যাকুইনোকে রানওয়ের টারমাকে রক্তের মাঝে পড়ে থাকতে দেখেন। সেনা বেষ্টনীর মধ্যেই ঘাতকের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র গুলি অ্যাকুইনোর মাথায় বিদ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সৈন্যদের গুলিতে তাঁর ঘাতকও প্রাণ হারায়। প্রেসিডেন্ট মার্কোস তাঁর বিবৃতিতে বলেন, ঘাতক ছিল 'পেশাদার খুনি'। এমন শার্প শুটার কি বাংলাদেশে নেই? বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর ও লেখক কয়েক বছর আগে গুলি চালিয়ে তাঁর লক্ষ্যভেদ করার দক্ষতা সম্পর্কে এক ফেসবুক পোস্টে যা উল্লেখ করেছিলেন, তা মোটামুটি এমন, 'শুধু বলতে হবে কোন বিচিতে গুলি করতে হবে।' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের জন্য লক্ষ্যভেদ করা কোনো ব্যাপারই নয়। কিছু সন্ত্রাসী, পেশাদার খুনি আছে, যারা লক্ষ্য ভেদ করতে সমান পারঙ্গম। দেশে অবৈধ স্নাইপার গানেরও ছড়াছড়ি। অতএব বাংলাদেশে তারেক রহমানের জীবনের ওপর সম্ভাব্য প্রতিটি আশঙ্কা দূর করা জরুরি।

লেখক : যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক

বিবিপিবিএ'র ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

আইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতীকী জামিন শুনানী

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: আইন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই প্রথমবারের মতো এক মট প্রতিযোগিতা (প্রতীকী জামিন শুনানী) আয়োজন করে ব্রিটিশ বাংলাদেশী প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিবিপিবিএ)। গত ৬ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের স্টিফোর্ড কমিউনিটি সেন্টারের একটি রুমকে কোর্ট রুমের আদলে সজিয়ে এই ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । গায়ে ব্যারিস্টারের গাউন ও মাথায় উইগ পরে তি বিচারক প্যানেলের সামনে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে একজন প্রতীকী আসামীর জামিন শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন।

ডানিয়েল কপারফিল্ড নামক ২১ বছর বয়সী এক যুবক যে ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে তার জামিন মঞ্জুর করার পক্ষে শিক্ষার্থীরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তিন বিচারকের সামনে তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ।

বিচারকের ভুমিকা পালন করেন চার্চ কোর্ট চেম্বার্স এর পার্টনার ব্যারিস্টার সুমিতা মাহতাব ও ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বশির ও ৩৩ ব্যাডফোর্ড রো চেম্বারের ব্যারিস্টার সৈয়দ আফজাল জামি।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সাফা আলী, আমিরা খান, আলিয়া খান, আরা আঞ্জুম স্মিথ, লায়লা আঞ্জুম স্মিথ, রাজে রায়হান হাসান, ইয়াসমিন রিশি বাউল ও উনাইসা রহমান।

প্রতীকী বিচার শুনানী শেষে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। জামিন শুনানীতে পর্যবেক্ষক ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের ক্রাউন কোর্টের সিনিয়র বিচারক স্বপ্নারা খাতুন এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ।

প্রতিযোগিতার সার্বিক আয়োজনে ছিলেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ব্যারিস্টার ইসলাম খান ও ব্যারিস্টার ফারিয়া নওশিন।

ব্যারিস্টার ইসলাম খান বলেন, তাঁরা যখন আইন বিষয়ে পড়ছিলেন তখন এ ধরনের কোনো সুযোগ ছিলো না। তাই বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আইনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে আগ্রহীদের জন্য স্কলারশীপসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতে চায় তাঁদের সংগঠন।

তাদের পরিকল্পনা আগামীতে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হায়ার করে সেখানে এভাবে প্রতীকী বিচার শুনানী আয়োজন করা, যাতে আদালতে কীভাবে বিচারকার্য পরিচালিত হয়- তা দেখে প্রাকটিক্যাল ধারণা নিতে পারে বৃটিশ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা।

ব্রোমলি-বাই-বোতে নতুন জীবনের সূচনা

টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্রোমলি-বাই-বো এলাকায় সাশ্রয়ী, পরিবার-বান্ধব এবং অটিজম-সহায়ক নতুন আবাসনের উদ্বোধন উপলক্ষে গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে ৫২টি সোশ্যাল রেন্টের ঘর ভাড়াটেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নবনির্মিত স্ট্রাউডলি ওয়াক রিজেনারেশন প্রকল্পের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান, স্থানীয় বাসিন্দা ও অংশীদার সংস্থার প্রতিনিধিরা। মেয়র নতুন ভবন উদ্বোধন করেন এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা জানেন।

প্রকল্পটি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, পপলার হারকা, মিউজ এবং ম্যাকএলার অ্যান্ড রাশের যৌথ অংশীদারিত্বে সম্পন্ন হয়েছে। এটি বারার অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসনের (ইনক্লুসিভ হাউজিং) একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে, বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত পরিবারগুলোর চাহিদা বিবেচনায় রেখে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের 'অটিজম-বান্ধব হোম ডিজাইন গাইড' প্রথমবারের মতো বাস্তবে রূপ পেয়েছে।

আগামী বসন্তের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে স্ট্রাউডলি ওয়াকে মোট ২৭৪টি নতুন ঘর নির্মিত হবে, যা বিভিন্ন টেনিউরে ভাগ করা হবে।

পরিদর্শনের সময় মেয়র স্ট্রাউডলি ওয়াকের একটি অটিজম-সহায়ক বাড়ি পরিদর্শন করে এর নকশা ও আরামদায়ক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেন। পরে নিকটস্থ ব্রোমলি-বাই-বো চার্চে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, এই প্রকল্প কেবল নতুন ভবনের উদ্বোধন নয়-এটি নতুন সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্প্রীতির প্রতীক। স্ট্রাউডলি ওয়াকের অটিজম-সহায়ক বাসস্থান আমাদের 'ইনক্লুসিভ হাউজিং'-এর বাস্তব উদাহরণ।

কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কবির আহমদ বলেন,

অটিজম-বান্ধব নকশা গাইড তৈরি করে কাউন্সিল একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। স্ট্রাউডলি ওয়াকে এটি বাস্তবায়ন আমাদের লোকাল প্ল্যানের প্রতিশ্রুতি পূরণ।

পপলার হারকার একজন মুখপাত্র যোগ করেন, মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গা তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। স্ট্রাউডলি ওয়াক প্রকল্প তারই ফলাফল।

২০২৬ সালের বসন্তের মধ্যে সম্পূর্ণ হলে প্রকল্পে গড়ে উঠবে: ৮২টি নতুন লন্ডন অ্যাফোর্ডেবল রেন্ট বাড়ি। ৩৩টি শেয়ারড ওনারশিপ বাড়ি। মোট ২৭৪টি নতুন আবাসন (বিভিন্ন টেনিউরে) । ৩টি নতুন দোকান। একটি কমিউনিটি হাব। নতুন সবুজ এলাকা ও উন্মুক্ত স্থান। এই উদ্যোগ ব্রোমলি-বাই-বোকে আধুনিক, প্রাণবন্ত ও টেকসই কমিউনিটি হিসেবে গড়ে তুলবে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উন্নয়ন ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে থাকবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নর্থাম্পটনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে নর্থাম্পটন বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের হলরুমে নর্থাম্পটন শায়ার বিএনপির উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিল পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আহাদুর রহমান সুহেল। দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন আল জামাত উল মুসলিমিন অফ বাংলাদেশ মসজিদের ইমাম ও খতিব ক্বারী মাওলানা হাফিজ আবু বকর। মোনাজাতে বেগম জিয়ার শারীরিক সুস্থতা, নেক হায়াত ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আন্তরিক প্রার্থনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নর্থাম্পটন শায়ার বিএনপির সাবেক সভাপতি হারুন আলী। এছাড়া নর্থাম্পটন শায়ার বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নর্থাম্পটন বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আকিক মিয়া, সেক্রেটারি সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি, কাউন্সিলর এনামুল হক এবং স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে বক্তারা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার আন্দোলনের এক আপোষহীন প্রতীক। মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। তাঁরা বলেন, তাঁর অসুস্থতার খবরে দেশবাসী উদ্বিগ্ন। জাতির প্রত্যাশা-তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। উল্লেখ্য, ৮০ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিসসহ কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখের সমস্যা ও অন্যান্য জটিলতায় ভুগছেন।

বিবিসিসিআই'র জাঁকজমকপূর্ণ সাধারণ সভা

সংবিধান সংশোধনসহ রিজিয়ন ভিত্তিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান

হাসনাত চৌধুরী

ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ৩ ডিসেম্বর বুধবার লন্ডনের একটি অভিজাত হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের ডিরেক্টর জেনারেল সলিসিটর দেওয়ান মাহদীর পরিচালনায় এবং প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা ওয়াহীদ সিরাজী। সভায় বিবিসিসিআই'র ডিরেক্টর, লাইফ মেম্বার, সাধারণ সদস্যসহ বিভিন্ন রিজিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাঁকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতভাবে বিবিসিসিআই'র সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন রিজিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড এবং সংগঠনের লাইফ মেম্বারদের সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

যাঁরা অ্যাওয়ার্ড পেলেন :

বিবিসিসিআই লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট মনির আহমেদ ও সেক্রেটারি তোফাজ্জল হোসেন আলম। ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট ড. শাহানুর খান ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ আলী মজনু। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. রইস আলী ও সেক্রেটারি মো. নেওয়াজ আলী। বিবিসিসিআই ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট মো. রাসেল হোসাইন ও সেক্রেটারি মুস্তাক নাদিম সানি।

মধ্যাহ্নভোজের পর বিকেল ৩টায় মূল কার্যক্রম শুরু হয়। ডিরেক্টর জেনারেল দেওয়ান মেহেদী সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত বছরের সার্বিক সাফল্য, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ফাইন্যান্স ডিরেক্টর হেলাল খান আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব, প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় এবং আগামী দিনের আর্থিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

সভায় বক্তব্য দেন বিবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি, ডিরেক্টরসহ বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর শাহগীর বখত ফারুক, বশীর আহমেদ বি ই এম, সাইদুর রহমান রেনু, আহমেদুস সামাদ চৌধুরী জেপি, মুহাইমিন মিয়া, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মহিব চৌধুরী, আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, আতাউর রহমান কুটি, মঈন উদ্দিন, মিসবাহ চৌধুরী, আবদুল মুমিন, কাউন্সিলর জাহাঙ্গির হক, আলি মোহাম্মদ জাকারিয়া, শফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, ওয়াসে চৌধুরী ও হাফসা ইসলাম।

এছাড়াও বিবিসিসিআই ইয়ুথ ফোরামের নেতৃবৃন্দ হাসনাত চৌধুরী, খন্দকার হোসাইন আহমেদ ইমন, ওয়ারকান হাসান, মো. তওফিকুল আলম, ইফতেখার আহমেদ সিদ্দিকী, আকমল রনি-সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, বিবিসিসিআই বাংলাদেশি-ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকা– সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তাঁরা। পরিশেষে উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি রফিক হায়দার সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হিউম্যান রাইটস পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের সংবাদ সম্মেলন

প্রবাসীদের ভোট নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করবে এইচআরপিবি

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের ভোট নিবন্ধনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) ইউকে শাখা। আসন্ন নির্বাচনে স্থানীয় প্রবাসীরা যাতে সহজেই তাদের পোস্টাল ভোট নিবন্ধনের সুযোগ পান এ জন্য এ সহযোগিতা করতে যাচ্ছে সংগঠনটি। এমতাবস্থায় সংশ্লিস্ট প্রবাসীরা এ সংগঠনের ইস্ট লন্ডনের বাংলা টাউন সংলগ্ন প্রিন্সলেট স্টিটস্থ অফিসে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ৫ ডিসেম্বর লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংগঠনের চেয়াম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ রহমত আলী। এ সময় তিনি আরও জানান লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে। সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই, ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মুনিম, জয়েন্ট সেক্রেটারী আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমূল হুদা, সদস্য আব্দুল মুকিত প্রমূখ।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মোঃ রহমত আলী সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে গেলে আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোট নিবন্ধনের যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় তা বাড়ানোর জন্য গত ২৬ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে আবেদন করেন। সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনের সিনিওর সচিব আখতার আহমদের সাথেও স্বাক্ষাৎ করে বিষয়টি অবহিত করেন। এ সময় উভয় কর্মকর্তাই এ ব্যাপারে সময় বাড়ানোর আশ্বাস প্রদান করেন। তাই এখন সেটা আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ এ নিবন্ধনের সর্বশেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৫ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এ জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এ আবেদনে আরও একটি বিষয় ছিল- ভোট নিবন্ধনের সময় এনআইডির পাশাপাশি বাংলাদেশী পাসপোর্টকেও যাতে পরিচয় পত্র হিসাবে গ্রহন করা হয়। কিন্তু সে বিষয়টির ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন থেকে এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহনের কথা জানা না গেলেও এখনও তারা আশাবাদি যে হয়তো অভিলম্বে তা বাস্তবায়িত হবে ও অধিক সংখ্যক প্রবাসী নিবন্ধনের সুযোগ পাবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এ ব্যাপারে তাদের মূল দাবি ছিল প্রবাসীরা যাতে বিভিন্ন দেশের দুতাবাসগুলিতে সরাসরি ভোট দিতে পারেন সে ব্যবস্থা করা। কারণ পোস্টাল ভোট অনেক জটিল ও সময় সাপেক্ষ বলে অনেকে মনে করেন। তাই তারা পরবর্তী নির্বাচনে যাতে এ ব্যাপারে সরকার ও নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ গ্রহন করে সে দাবীও জানান।

উল্লেখ্য, এইচ আর পিবি একটি অরাজনৈতিক মানবাধিার ও পরিবেশবাদি সংগঠন। এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিওর আইনজীবি এডভোকেট মনজিল মোরসেদ। এ সংগঠনের ইউকে শাখা প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহকতায় ভোটাধিকারের ব্যাপারটি অন্যতম। বিগত নির্বাচনের পূর্বেও প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিষয় নিয়ে সোচ্চার ছিল এইচ আর পিবি।

সে নির্বাচনের প্রাক্ষালে ২০১৮ সালের ১৫ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোট রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নাম অন্তর্ভূক্ত না থাকায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এর পর ২০১৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত আরেক সংবাদ সম্মলেনে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। ২০১৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর এ ব্যাপারে বিবিসি বাংলায় একটি সাক্ষাৎকার দেন সংগঠনের ইউকে শাখার প্রেসিডেন্ট মোঃ রহমত আলী। "সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা ভোট দিতে না পেরে হতাশ": শিরোনামে এ সাক্ষাৎকারে বলা হয়, বিগত দিন থেকে যুক্তরাজ্যে যেসব সংগঠন প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে সোচ্চার তাদের মধ্যে একটি অন্যতম সংগঠন হল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে শাখা। এ সংগঠনটি প্রবাসীদের দেশ ভিত্তিক অন্যান্য সমস্যা নিয়েও সব সময় সোচ্চার।

ভলান্টারি অ্যান্ড কমিউনিটি সেক্টর অ্যাওয়ার্ডের জন্য আপনার পছন্দের পক্ষে এখনই ভোট দিন

টাওয়ার হ্যামলেটসে আবারও শুরু হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি নায়কদের সম্মান জানানো ভলান্টারি অ্যান্ড কমিউনিটি সেক্টর (ভিসিএস) অ্যাওয়ার্ডস। প্রতিবছরের মতো এবারের আয়োজনেও স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যারা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, কমিউনিটিকে শক্তিশালী করেছে এবং পুরো বরোজুড়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাসিন্দাদের জন্য এটি একটি সুযোগ, তাদের চারপাশের নীরব নায়কদের ভোট দিয়ে সম্মানিত করার। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন ও ভোট দেওয়া যাচ্ছে: স্বেচ্ছাসেবী অব দ্য ইয়ার, ইয়াং ভলান্টিয়ার, ছোট, মাঝারি ও বড় ভলান্টারি গ্রুপ এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।

আগামী বছরের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার, টাউন হলে। এ উপলক্ষে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চলবে ১৪ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। যারা তাদের সময়, দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে কমিউনিটিকে বদলে দিয়েছেন, তাদের সম্মান জানাতে মনোনয়নের সুযোগ এখনই। মনোনয়নের আগে নির্দেশিকা পড়ে তারপর অনলাইনে ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইলে আগাম বিনামূল্যের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী এবং স্থানীয় নেতারা একত্রিত হবেন, যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলো শেয়ার করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রতি বছর ভিসিএস অ্যাওয়ার্ডস আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবী খাতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়। এই অনুষ্ঠান শুধু সম্মাননা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় - এটি মানুষকে আরও সম্পৃক্ত হতে, একসঙ্গে কাজ করতে এবং নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। কমিউনিটিকে শক্তিশালী করার এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে কাউন্সিল অঙ্গীকারবদ্ধ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়

তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

feast & Mishti
Restaurant
& Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

বার্মিংহামে সুধী সমাবেশে মিয়া গোলাম পরওয়ার

সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, একটি জাতির নৈতিকতা নষ্ট হয়ে গেলে কাঠামোগত পরিবর্তন করলেই মৌলিক পরিবর্তন

আসে না; সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্রের কাঠামো ও নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন।

গত ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে প্রবাসী ভয়েস ইউকে মিডল্যান্ডস আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী ভয়েসের সভাপতি সৈয়দ জামিরুল ইসলাম বাবু।

অধ্যাপক পরওয়ার বলেন, দেশের নেতৃত্বে নৈতিক পরিবর্তন হলে বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানিসহ সব সমস্যার স্বয়ংক্রিয় সমাধান হবে। ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের কাঠামোর সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশপ্রেমিক ইসলামিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রবাসীদের দাবি নিয়ে আলাদা করে বলতে হবে না-আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করব।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার আদায়ে জামায়াত সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে জামায়াত অসংখ্য নির্যাতন সহ্য করেছে। শীর্ষ নেতৃত্বকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বিদায় করা হয়েছে, দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশের আকাশে নতুন সূর্য উদিত হয়েছে-এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

আখেরাতের সফলতার শর্ত হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমেই আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই।

আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে ইসলামিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের পক্ষে যার যার অবস্থান থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

সমাবেশ পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুদ্দিন। স্মারকলিপি পাঠ করেন প্রবাসী ভয়েসের সেক্রেটারি আব্দুস সালাম মোহাম্মদ মাসুম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন কমিউনিটি নেতা ফরিদ মিয়া, মাওলানা লুৎফর রহমান বেলাল, ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল, ব্যবসায়ী আব্দুল মালিক পারভেজ, খেলাফত মজলিস নেতা এনামুল হাসান ছাবির, হাবিবুর রহমান, ড. এম.এ. মতিন, খন্দকার কবির উদ্দিন ও তানজিম মাহবুব।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচন কমিশন গঠিত

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ারদার ও কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলুর স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র কমিশন সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের তিনবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, সাংবাদিক ও লেখক মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, গোলাপগঞ্জ হ্যাল্লিং হেন্ডস ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সায়েদ আহমদ সাদ এবং সিইজি ইউকে ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেলিম উদ্দিন চকলাদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব আব্দুল বারী নাছির, মাওলানা মো. শওকত আলী, আমিনুল হক জিলু, গোলাপগঞ্জ হেল্লিং হ্যান্ডস ইউকে'র সাবেক সভাপতি ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তমিজুর রহমান রঞ্জু এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন বলেন, সফল ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলসহ অন্যান্য কমিশনাররা নির্বাচন পরিচালনায় সংগঠনের সকল সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করে জানান, খুব শীঘ্রই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফাজিলচিস্ত আবাসিক এলাকায় বাড়ি বিক্রি

সিলেট শহরের সুবিদ বাজার ফাজিলচিস্ত আবাসিক এলাকায় ৯ ডেসিমিল জায়গার উপর নির্মিত বাউন্ডারিঘেরা দুই ইউনিটের বাড়ি বিক্রি হবে। প্রতিটি ইউনিটে ৩ বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং, দুই বাথরুম আছে। বাড়িতে পার্কিং সুবিধা ও বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ আছে।

দুই ইউনিট ভাড়া দিলে মাসে প্রায় ২৫ হাজার টাকা আসবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ।

আগ্রহী ক্রেতারা আজই যোগাযোগ করুন।

Contact: 07878 164 507 (Mr. Ali) (WD: 32-35)

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিষ্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online from anywhere within the UK

SAVE
Time & Travel Cost
Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, London E1 1DT

ইউনিটি অব মৌলভীবাজার-এর অভিষেক ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশে 'ইউনিটি অব মৌলভীবাজার'-এর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও ডিনার পার্টি ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লুটন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রউফ তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি লিটন চৌধুরী, আমজাদ হোসেন সানি ও রাসেল খানের যৌথ পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবক এম এ মান্নান। এসময় তিনি নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই, অ্যাকাউন্ট্যান্ট রফিক হায়দার রিপন, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ হাসান, সৈয়দ ফজলুল হক সেলিম, কবি কাজল রশিদ, ইব্রাহিম তালুকদারসহ অন্যান্য উপদেষ্টা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল মালিক, প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ শামীম ইসলাম, সাবেক সেক্রেটারি কামরুজ্জামান খান কমরু, শফিকুর রহমান, ট্রেজারার মুহিবুর রহমান, সহ সভাপতি শামীম চৌধুরী, শাহাজান সিরাজ, শেখ জাহাদ জসিম, ফয়সাল ইসলাম, তপু তোফায়েল খান, নিয়ামত খান, সেলিম আহমেদ, আতিক লাকি, আজিজুর রহমান মুন,

মাহবুবুর রহমান শিবলু, মাহফুজ আহমদ, রাজু আহমেদ, জয়েন্ট ট্রেজারার সাইফুল হক খালেদ, সাদিকুর রহমান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাইনুল হোসেন বেলাল, মোহাম্মদ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক রেজওয়ান হোসেন রাজু, শাওন তালুকদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তাকিম আহমেদ টিটু, ধর্ম সম্পাদক আমিনুর চৌধুরী, নাজমুল ইসলাম, ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, সাহেদ কুরেশী, সৈয়দ জামান, আনোয়ার আহমেদ ও ইসফাক আহমেদ সজিব। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দ রুয়েজ আহমদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন মাহফুজ আহমদ। এসময় সংগঠনের প্রয়াত উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ইতেখার উদ্দিন এবং বাংলাদেশ টিমের সদস্য মরহুম মোহাম্মদ কামাল মনসুরের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। র‍্যাফেল ড্র এ প্রথম পুরস্কার জেতেন লুটনের মো. ইকবাল হোসেন, দ্বিতীয় পুরস্কার লন্ডনের শামীম চৌধুরী এবং তৃতীয় পুরস্কার জেতেন মাইনুল হোসেন বেলাল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মৌলভীবাজার জেলার মানুষ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। তারা মিরপুর-মৌলভীবাজার-ফেঞ্চুগঞ্জ-সিলেট সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, মৌলভীবাজারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শমসেরনগর বিমানবন্দর চালু এবং জেলা জুড়ে যোগাযোগব্যবস্থার আধুনিকায়নের দাবি জানান। অনুষ্ঠানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সংগঠনের পূর্ববর্তী কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত সবাই প্রশংসা করেন এবং আগামী রমজান প্রজেক্টে খাদ্যসামগ্রী বিতরণসহ মানবিক কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সর্বশেষে অভিষেক অনুষ্ঠানটি প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীর ঐক্য ও দায়িত্ববোধের এক স্মরণীয় মিলনমেলায় পরিণত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উমরপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

উমরপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বিশেষ সাধারণ সভা ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোফিজ আলী এবং পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল।

আসন্ন বছরের সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ছিল সংগঠনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান শাখা স্থানান্তর, কমিউনিটির কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং প্রয়াত কার্যনির্বাহী সদস্য জনাব আনা মিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও স্মৃতিচারণ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্মানিত সদস্য জিয়াউল ইসলাম মাছুম, আবুবকর সিদ্দিক, মতিুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল কুদ্দুস, ফজলুর রহমান, বাবলু মিয়া, মাহফুজুর রহমান, হাফিজ ফখরুল ইসলাম, এলাইছ মিয়া, তুরন মিয়া, মজাম্মিল আলীসহ আরও অনেকে। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সভা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। চেয়ারম্যান মোফিজ আলী বলেন, কমিউনিটির উন্নয়নে সংগঠন সবসময় কাজ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এই অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে। সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করা হবে। সভার শেষে আগামীর কার্যক্রম সফল করতে সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates

07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন

কমর উদ্দিন চৌধুরী সভাপতি, আব্দুল কুদ্দুছ সেক্রেটারি, রাসেল আলম চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন গত ৭ ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এবং সহ সভাপতি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের যৌথ পরিচালনায় সভা শুরু হয়।

শুরুতেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সদস্য মাওলানা হাফিজ আবুল

হাসান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি শামীম শাহান। সভায় বিগত মেয়াদের কার্যক্রম রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুল কুদ্দুছ এবং আর্থিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সুলুক আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক স্পিকার মোঃ আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী, দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, সাবেক ডেপুটি মেয়র মোঃ শাহিদ আলী ও কাউন্সিলর মোহাম্মদ চৌধুরী।

সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব, মসিউর রহমান শাহীন, হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদ, সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ কে এম মাছুম, সহ সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য সচিব হাসনাত চৌধুরী, সদস্য আব্দুল লতিফ লছনু, এনায়েতুল কিবরিয়া চৌধুরী, শ্রী চিত্রাদীপ পুরকায়স্থ ঝুমুর ও মোঃ রুহুল আমিন।

বক্তারা সংগঠনের দীর্ঘদিনের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, জন্মলগ্ন থেকেই অ্যাসোসিয়েশনটি সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক জকিগঞ্জবাসীর উপস্থিতিতে সভার শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বর্তমান কার্যকরী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন কমিশনার শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু, মাওলানা শেহাব উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল বাছিত চৌধুরী ২০২৫-২০২৮ মেয়াদের জন্য নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। নতুন কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ এবং কোষাধ্যক্ষ রাসেল আলম চৌধুরী বাবুসহ মোট সাতষট্টি সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। সভায় সাত সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদেরও নাম প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তীতে নবনির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। শেষে রাফেল ড্র-এর বিজয়ী আব্দুল বাছিত মুকুল, বুলবুল আহমদ ও আবিদুর রহমানকে 'রীহ আল মাদিনাহ' কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি কাউন্সিলর সুলুক আহমদ, নবনির্বাচিত সভাপতি কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু ও কোম্পানির ডিরেক্টর মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রচডেলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গত সোমবার (২ ডিসেম্বর) স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ প্রচার সম্পাদক ও রচডেল শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হুসাইন আহমদ।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও ওলহ্যাম শাখার সভাপতি মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন রচডেল শাখার উপদেষ্টা মাওলানা আবদুল হক, যুক্তরাজ্য শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা বুরহান উদ্দিন বাহার এবং সহকারী বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রচডেল শাখার সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুতিউর রহমান, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শামছুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদরুল আলম, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর আলম, মুহাম্মদ মতিউর রহমান এবং মুহাম্মদ পারভেজ আহমদ।

সভায় কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মশিউর রহমান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সদস্যফরম পূরণের মাধ্যমে সংগঠনে যোগদান করেন।

নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ইনসাফপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান আমীরে মজলিস শাইখুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হকের নেতৃত্বে দেশে খেলাফতের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সকল কর্মীদের মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান তাঁরা। অনুষ্ঠানে ওলহ্যাম ও রচডেল শাখার বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীর বাংলাদেশ যাত্রা উপলক্ষে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সহ সাবেক মরহুম নেতৃবৃন্দের মাগফিরাত, দোয়ামুল্য এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মুহাদ্দীস মাওলানা শায়খ কমর উদ্দিন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WPC WORK PERMIT CLOUD

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

জেলেনস্কিকে নিয়ে হতাশ ট্রাম্প

ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলনস্কিকে নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। কেননা, ইউক্রেন সংঘাত সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যে খসড়া শান্তি প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে, তা এখনও জেলেনস্কি পড়ে দেখেননি। খবর তাসের।

জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টস-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'জেলেনস্কি এখনও প্রস্তাবটি পড়েননি–এটা বলতে গিয়ে আমি কিছুটা হতাশ বোধ করছি।'

তিনি আরও জানান, জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই প্রস্তাবকে পছন্দ করেছেন।

তবে ট্রাম্প সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, জেলেনস্কি আসলে ওয়াশিংটনের প্রস্তাবিত সমঝোতাটি মেনে নিতে রাজি কি না, তা তিনি নিশ্চিত নন। তিনি এও বলেন, জেলেনস্কি কেন প্রস্তাবটির বিস্তারিত পর্যালোচন করেননি তা কারো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

এর আগে গত নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন ইউক্রেন সংকট সমাধানে ২৮ দফার একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করে। এই নথি কিয়েভ ও ইউরোপীয় অংশীদারদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে এবং তারা এর সংশোধন চান। এরপর ২৩ নভেম্বর জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে এ বিষয়ে পরামর্শ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শান্তি পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়াটি সংশোধন করা হয়েছে–যাতে মস্কো ও কিয়েভ উভয়ের অবস্থান বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে–এবং এতে কেবল কিছু অমীমাংসিত বিষয় বাকি আছে। পাশাপাশি তিনি জানান, দফা সংখ্যা কমিয়ে ২২ করা হয়েছে।

এরপর গত ২ ডিসেম্বর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা ব্যবসায়ী জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে ক্রেমলিনে বৈঠক করেন। বৈঠকের মূল আলোচ্যবিষয় ছিল ইউক্রেন সংকট সমাধান। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে এই আলোচনা চলে। ক্রেমলিন সহযোগী ইউরি উশাকভের মতে, বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি পরিকল্পনা সংক্রান্ত চারটি নথির মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

গত শনিবার ফ্লোরিডায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের মধ্যে তিন দিনের আলোচনা শেষ হয়। আলোচনার পর উইটকফ ও কুশনার ফোনে জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলেন। অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এখন ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় ভূখণ্ড সংক্রান্ত বিরোধ সমাধানে নতুন পথ খুঁজছে।

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় যুক্তরাজ্য-কাতার ১১ মিলিয়ন ২ লাখ ডলার অনুদান ঘোষণা

ঢাকা, ৮ ডিসেম্বর : কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া ছয় লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা ও তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা ও পরিবেশ সুরক্ষা জোরদারে যুক্তরাজ্য ও কাতার যৌথভাবে ১১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা ঘোষণা করেছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনের দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মানবিক প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য কাতারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাজ্য গর্বিত। বাংলাদেশের কক্সবাজারে ৬ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য যৌথভাবে ১১.২ মিলিয়ন ডলার তহবিল ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ ও কাতার। আরও উল্লেখ করা হয়, এই যৌথ সহায়তার মাধ্যমে ক্যাম্পে বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ রোহিঙ্গা পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং শরণার্থী শিবির ও আশপাশের এলাকায় পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহ করা হবে।

বিবৃতিতে দুই দেশের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়, 'আমরা একসঙ্গে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও আরও টেকসই সম্প্রদায় গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এলপিজি সরবরাহের ফলে জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরতা কমবে–বিবৃতিতে এমন আশাবাদ প্রকাশ করা হয়। গত কয়েক বছরে জ্বালানি কাঠের উচ্চ চাহিদার কারণে আশপাশের এলাকায় ব্যাপক বন উজাড়ের ঘটনা ঘটেছে।

অভিবাসন-আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয়ে আরও কঠোর হচ্ছে ইউরোপ

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর : অবৈধ অভিবাসন ও আশ্রয়প্রার্থীদের চাপ সামলাতে আরও কঠোর নিয়ম আনতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) অভিবাসন নীতিতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইইউ'র সদস্য দেশগুলো। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে সোমবার ইইউ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে পদক্ষেপের কয়েকটি প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। ইউরোপীয় কমিশনের উপস্থাপিত ওই প্রস্তাবের ওপর প্রথমবারের মতো ভোট হবে। এতে থাকছে অভিবাসীদের আগমন ও প্রত্যাবর্তন আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

এই নিয়মের মধ্যে থাকবে ইইউ'র ২৭ দেশের বাইরে অভিবাসীদের জন্য 'রিটার্ন হাব' বা পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ধারণার প্রতি সমর্থন। ইউরোপজুড়ে ডানপন্থি দলগুলোর ভোটের জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে–এই আশঙ্কায় বিভিন্ন সরকার অভিবাসন ইস্যুতে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে। এরপরই আসতে যাচ্ছে কঠোর পদক্ষেপ।

নতুন প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে– ইইউ-এর বাইরে পুনর্বাসন কেন্দ্র (রিটার্ন হাব) স্থাপন স্বেচ্ছায় দেশে না ফিরলে কঠোর শাস্তি ও দীর্ঘ মেয়াদি জেল নিজ দেশে নয়, ইইউ নির্ধারিত 'নিরাপদ' তৃতীয় দেশে অভিবাসী ফেরত পাঠানো ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপগুলো এখন কার্যকর হওয়ার আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো ইইউর অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও কঠোর ও দ্রুত কার্যকর করার প্রচেষ্টার অংশ বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এ ধরনের কঠোরতার বিরুদ্ধে কড়া আপত্তি জানিয়েছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর বললেন

'নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের ক্ষমতা মামদানির নেই'

ঢাকা ডেস্ক, ৭ ডিসেম্বর : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির নেই বলে জানিয়েছেন শহরটির গভর্নর ক্যাথি হোচুল। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি।

আগামী ১ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন মামদানি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইসরাইল নিয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত। তার এই মনোভাবের অনেক ইহুদি নাগরিককে উদ্বিগ্ন করেছে। তিনি বরাবরই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক সফরে আসলে তিনি তাকে গ্রেফতার করবেন। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে মামদানির নেতানিয়াহুকে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইসরাইলপন্থি হোচুলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তিনি এ পরিকল্পনার সঙ্গে একমত নন এবং 'নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের এ ধরনের ক্ষমতা নেই'। মামদানি দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে, সেটিই তার ভিত্তি। কিন্তু আইসিসির যুক্তরাষ্ট্রে কোনো এখতিয়ার নেই, উপরন্তু মার্কিন ফেডারেল আইন স্থানীয় সরকারকে আদালতটির সঙ্গে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ করে। আরেকটি ফেডারেল আইন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানসহ কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের আটক বা কাজে বিঘ্ন ঘটানোও অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।

সিলেটে লন্ডন পাঠানোর নামে প্রতারণা : স্বামী-স্ত্রী আটক

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: লন্ডন পাঠানোর নামে একাধিক তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন প্রায় দুই কোটি টাকা। এরপর মোবাইল বন্ধ রেখে উধাও কথিত স্বামী স্ত্রী। প্রতারিত তরুণ-তরুণীরা থানায় অভিযোগ (নং ৭/ ৫ জুন ২০২৫) দায়ের করেন। অবশেষে ধরা পড়লেন তারা।

৬ ডিসেম্বর শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে যশোরের কোতোয়ালী থানার সেক্টর ৭ এর ৬নং বাসা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মুকিত মিয়া।

তারা হলেন ঢাকার কদমতলী থানার রায়েরবাগ মিরজানগর সি ব্লকের মোঃ ইব্রাহীম ও নাছিমা বেগমের ছেলে মোঃ নাজিম উদ্দিন আদিল (৩৫) ও তার কথিত স্ত্রী ফারজানা শারমীন সোমা (৩৭)। রবিবার (৭ ডিসেম্বর) তাদের সিলেট নিয়ে এসে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালী মডেল থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান।

জানা গেছে, সিলেটের জিন্দাবাজারস্ত এলিগেন্ট মার্কেটের এস আই ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি ট্রাভেলসের মালিক ওই দম্পতি। সম্প্রতি তাদের প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে আইইএলটিএস সম্পন্ন করা অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের গহনা জমি জায়গা বিক্রি করে লন্ডন যাওয়ার জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন টাকা। ওয়ার্ক পারমিট ভিসা করে দেওয়ার নামে তারা জনপ্রতি ১৫ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ২০/২২ লাখ টাকাও দিয়েছেন।

এক্ষেত্রেও তারা বেশ কৌশলী ছিলেন। ভিসা হয়ে গেছে, এমন ছবি দেখিয়ে তারা টাকা আদায় করেছেন। পরে দেখা গেছে, ভিসা সঠিক নয়। এরপর প্রতারিতরা তাদের কাছে ছুটে এলেও আর অফিস খোলা পাওয়া যায়নি। এমনকি তারা তাদের মোবাইলও বন্ধ করে দেন। হতাশায় গ্রাস করা তরুণ-তরুণীরা তখন কোতোয়ালী মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ অভিযান চালায় এবং যশোর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে সিলেট নিয়ে আসা হয়।

তাদেরকে আদালতে সোপর্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালী থানার ওসি খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান। আর কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আদালত সূত্র।

সিলেটে নভেম্বরে সড়কে ঝরল ২৫ প্রাণ

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: সিলেট বিভাগে গত নভেম্বর মাসে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ সময় আরও ৬৬ জন আহত হয়েছে। তবে অন্যান্য মাসের তুলনায় নভেম্বরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা কমেছে। নিহত ২৫ জনের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, দুজন নারী ও পাঁচটি শিশু রয়েছে। আজ বুধবার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটি এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলেট জেলায়। কম হয়েছে সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায়। নভেম্বর মাসে সিলেট জেলায় ১৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নিহত ও ৩৬ জন আহত, সুনামগঞ্জ জেলায় দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও দুজন আহত, মৌলভীবাজার জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও একজন আহত হয়েছে এবং হবিগঞ্জ জেলায় পাঁচটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত ও ২৭ জন আহত হয়েছে।

নিসচা সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকার তথ্য, দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার তথ্য, অনুমেয় অনুজ্জ বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচা সিলেটের শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে নিসচা বিভাগীয় কমিটি এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নভেম্বর মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী; চারজন সিএনজি অটোরিকশা ও লেগুনাচালক এবং আরোহী; চারজন চালক ও ৯ জন পথচারী রয়েছে। এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উলটো দুটি দুর্ঘটনায় দুজন, মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়টি দুর্ঘটনায় আটজন এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় একটি দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে।

প্রশাসনিক ক্যু করে ক্ষমতায় যাওয়া আর হয়ে উঠবে না: জামায়াত আমির

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, যারা এতদিন নির্বাচন নির্বাচন বলে দেশকে অস্থির করে তুলেছিলেন, তাদের মুখে এখন ক্ষীণ স্বরে ভিন্ন কথা শোনা যাচ্ছে। তারা বুঝে গেছেন, তাদের চলমান অপকর্মে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ, এবার লাল কার্ড দেখিয়ে দেবে।

গত শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকালে সিলেটের ঐতিহাসিক সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ইসলামী ও সমমনা ৮ দলীয় জোটের বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে কেউ কেউ মনে করছেন প্রশাসনিক ক্যু করে ক্ষমতায় যাবেন। বন্ধুরা, সেই বাংলাদেশে আর হয়ে উঠবে না, সেই সূর্য ডুবে গেছে।

অন্য ইসলামি দলগুলোকে ইঙ্গিত করে জামায়াত আমির বলেন, অন্য ঠিকানায় আপনাদের বড় বেমানান লাগে। আপনারা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন, আমরা বুক পেতে নেব। আপনারা কেন চাঁদাবাজি ও অপকর্মের অংশীদার হবেন।

তিনি বলেন, দেশের ফ্যাসিস্টরা পালিয়ে গেছে, কিন্তু ফ্যাসিস্টের কালো ছায়া এখনো যায়নি। একদল চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্য করে পালিয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিগুণ উদ্যমে আরেক দল চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেন, আগামী নির্বাচন শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নয়, এটা জুলাই সনদ বাস্তবায়নের নির্বাচন। একটি দল শুরু থেকেই জুলাই সনদের বিরোধিতা করে আসছে। 'হ্যাঁ' ভোট দিয়ে তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দিতে হবে।

মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ। সমাবেশের সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সিলেট মহানগর শাখার নায়েবে আমির ড. নুরুল ইসলাম বাবুল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর জামায়াতের আমির ফখরুল ইসলাম। সমাবেশে অতিথি হিসেবে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম, ইসলামী ঐক্যজোটের আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের অধ্যক্ষ মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন।

সমাবেশে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত মজলিস, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোট, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিলড নিশ্চিতকরণসহ পাঁচ দফা দাবিতে এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৪ আসন মনোনয়ন পেলেন আরিফুল হক

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: সিলেট সিটি করপোরেশনের দুইবারের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে অবশেষে সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। গত ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী হিসেবে আরিফুলের নাম ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় আরিফুলসহ ৩৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। এর আগে গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিএনপি। তবে ওই দিন সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ (কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ) আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। গতকালও সিলেট-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

সিলেট বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, সিলেট-১ (নগর ও সদর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন আরিফুল হক। তবে এ আসনে মনোনয়ন পান বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। এর আগে দলের উচ্চপর্যায় থেকে সিলেট-১-এর পরিবর্তে বেশ কয়েকবার সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বললেও তিনি রাজি হননি। গত ৫ নভেম্বর রাতে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁকে সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী হতে নির্দেশনা দেন। পরে ৭ নভেম্বর থেকে তিনি নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা শুরু করেন।

আরিফুল বর্তমানে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি সিলেট জেলা বিএনপির সদস্য। এর আগে সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন একসময়ের ছাত্রদলের প্রভাবশালী এই নেতা।

যোগাযোগ করলে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'আমার প্রার্থিতার ঘোষণা সিলেট-৪ আসনের মানুষকে আনন্দিত করলেও এই মুহূর্তে আমিসহ আমার নেতা-কর্মী দেশমাতা খালেদা জিয়ার জন্য চরম উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছি। আমরা তাঁর সুস্থতা কামনা করছি।'

আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, 'আমরা সবাই মিলে ধানের শীষকে বিজয়ী করব। ধানের শীষের বিজয় মানে বাংলাদেশের বিজয়, গণতন্ত্রের বিজয়। সিলেট-৪ আসনের পিছিয়ে পড়া তিন উপজেলাকে মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।'

'চোর সন্দেহে' দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী যুবককে গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫: 'চোর সন্দেহে' দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জালাল মিয়া (২৫) নামক এক যুবককে গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বুড়দেও গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

তিনি উপজেলার দক্ষিণ বুড়দেও গ্রামের মৃত আলী আকবরের ছেলে। এ ঘটনায় নির্যাতনের শিকার জালাল মিয়ার মা শিরিয়া বেগম বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর একই গ্রামের উছমান আলীর ছেলে আরফান আলীকে (৪২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে বুড়দেও গ্রামের ইউনূসের জামার পকেট থেকে টাকা চুরি হয়। চোর সন্দেহে ওই গ্রামের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জালালকে নদীতে একটি নৌকায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আটক করে একই গ্রামের ইউনূস আলী ও তার সহোদর আরফান আলীসহ কয়েকজন। এরপর তাকে রশি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জালাল পুলিশকে জানায়, আমি ঘুমে ছিলাম। ইউনুস ও তার ছেলে আমাকে ঘুমের মধ্যে পেয়ে বেঁধে নিয়ে আসে। এরপর আমাকে গাছে ঝুলিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি রতন শেখ বলেন, নির্যাতনের শিকার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী জালাল মিয়ার মা শিরিয়া বেগম থানায় এসে আমাকে অবগত করেন। তাৎক্ষনিক পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত আরফান আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জড়িত অন্যদেরও শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

ইসলামে পারিবারিক নির্যাতনের কোনো স্থান নেই

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

আজ আমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। দুঃখজনক হলেও সত্য, এটি অনেক ঘরেই ঘটে, হয়তো আমাদের নিজের ঘরেও। আর তা হলো পারিবারিক নির্যাতন । এটি প্রথমবার নয় যে আমরা এ বিষয়ে শুনছি, এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়তো শেষবারও হবে না। কিন্তু আমাদের স্পষ্ট করে বলতে হবে ইসলাম কোনো ধরনের নির্যাতনকে অনুমতি দেয় না। কারো কাছ থেকে, কোনো অবস্থাতেই নয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হোক, স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দিক, সন্তানদের উপর জুলুম হোক, অথবা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দুর্ব্যবহার-এসবের কোনোটি ইসলাম গ্রহণ করে না। আমাদের ঘর হওয়ার কথা ভালোবাসা, শান্তি ও দয়ার জায়গা-ভয়ের জায়গা নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক প্রাণ হতে এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা তত্ত্বাবধানকারী। (সূরা আন-নিসা, ৪:১)

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা সবাই একই উৎস থেকে সৃষ্টি। তাই আমাদের মধ্যে থাকা উচিত পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব, ভালোবাসা-সহিংসতা নয়। আর আল্লাহ দেখছেন আমরা একে অপরের সাথে কেমন আচরণ করি।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো-তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে রেখেছেন মহব্বত ও দয়া। (সূরা আর-রূম, ৩০:২১)।

দেখুন, শব্দগুলো কী সুন্দর। শান্তি, ভালোবাসা, দয়া। বিবাহের ভিত্তি এগুলোর ওপর। ভয়, ধমক বা মারধর নয়। ঘরে শান্তি না থাকলে মানুষ আর কোথায় শান্তি পাবে? আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন: তোমরা তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে জীবনযাপন কর।(সূরা আন-নিসা, ৪:১৯)

এই সুন্দর আচরণ শুধু ভালো সময়ে নয়, কথাবার্তায়, স্বরে, আচরণে সবসময়। অবজ্ঞা করা, হুমকি দেয়া, কষ্ট দেয়া-এসব ইসলাম নিষেধ করেছে।

রাসুলুল্লাহ (সা:) এ শিক্ষাটিই আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি (সা:) কখনো কোনো নারী বা চাকরকে মারেননি। তিনি শিখিয়েছেনশক্তিমান সে নয় যে অন্যকে পরাস্ত করে, বরং সে-ই শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এবং আল্লাহ বলেছেন: যারা রাগ নিভিয়ে ফেলে, মানুষকে ক্ষমা করেআর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৪)

পারিবারিক নির্যাতন হলো একটি জুলুম। আর আল্লাহ বলেন: হে আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি। তাই তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। (সহিহ মুসলিম)

ঘরের ভেতরের জুলুম সবচেয়ে কঠিন জুলুমগুলোর একটি । কারণ আমাদের ঘর হওয়ার কথা শান্তির জায়গা। আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির স্থান করেছেন (সূরা আন-নহল, ১৬:৮০)। আরবি শব্দ সুকন-অর্থ শান্তি, স্থিরতা । কিন্তু চিৎকার, মারধর, মানসিক চাপ থাকলে সেই শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আর সত্য কথা হলো, পারিবারিক নির্যাতন সবসময় শারীরিক নয়। মানসিক নির্যাতনও হতে পারে-আর্থিকভাবে আটকে রাখা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা, অপমান করা, তুচ্ছ করা-এসবই হারাম। আমাদের দায়িত্ব আছে । যদি আপনি কারো ঘরে নির্যাতন হতে দেখেন, চুপ থাকা ঠিক নয়। রাসুল (সা:) বলেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে অত্যাচারী হোক বা নির্যাতিত হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি (সা:) বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রেখে। এটাই আসল সাহায্য। নির্যাতনের ঘটনা দেখে চেপে যাওয়া যাবেনা, সত্যের পথে দাঁড়ানো কর্তব্য । ভদ্রতা এবং উত্তম চরিত্র একজন মুমিনের আসল পরিচয়। রাসুল (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। তিনি (সা:) আরও বলেছেন, "যেকোনো কিছুতে কোমলতা যোগ করলে তা সুন্দর হয়; আর কোমলতা সরিয়ে নিলে তা কুৎসিত হয়ে যায়। তিনি (সা:) আরো বলেছেন: আমি কি তোমাদের বলে দেব কে সেই ব্যক্তি যাকে আগুন স্পর্শ করবে না? সে হলো, যে ব্যক্তি কোমল, নম্র এবং শান্ত স্বভাবের।

তাই আমরা ভেবে দেখি আমাদের ঘরে কি সুন্নাহের প্রতিফলন আছে? আমরা কি দয়ার পরিবেশ তৈরি করছি, নাকি ভয়ের? আমাদের সন্তানরা কি ভালোবাসা পাচ্ছে, নাকি আতঙ্কে থাকে? আমাদের জীবনসঙ্গী কি নিরাপদ বোধ করেন, নাকি চুপ থাকার জন্য বাধ্য হন? আসুন, আমরা ঘর থেকেই শান্তি ছড়াতে শুরু করি। হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়কে নরম করে দিন, আমাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফিক দিন এবং আমাদের ঘরগুলোকে আপনার রহমতে ভরপুর করে দিন। আমাদেরকে কোমল স্বভাবের মানুষ বানিয়ে দিন, এবং আমাদেরকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম : প্রধান ইমাম ও খতীব- ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প মোকাবিলায় করণীয়

সৈয়দ মঞ্জুর-এ-খোদা

সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পগুলো দেশের মানুষকে আবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা এবং মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, এ ভূকম্পনগুলো পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরে টেকটনিক প্লেটগুলোর চলমান কার্যকলাপের ফল। কিন্তু একজন মুমিনের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প শুধু ভৌগোলিক ঘটনা নয়, বরং তা মানুষের জন্য গভীর ইমানি পরীক্ষা ও সতর্কবার্তাস্বরূপ।

তাই এ নিবন্ধে আমি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ভূমিকম্পের কারণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করছি:

পবিত্র কুরআনের আলোকে ভূমিকম্প

কিয়ামতের ভয়াবহ আলামত : পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও পরাক্রমের কথা বহুবার ঘোষণা করেছেন। ভূমিকম্প সেই ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণেরই একটি দৃশ্যমান প্রকাশ, যা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস বহন করে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।' (সূরা আল হাজ্জ-২২ : আয়াত-১)।

পৃথিবীর কম্পন ও বৃত্তান্তের বর্ণনা : পৃথিবীর যে কোনো কম্পন বা দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশে ও ক্ষমতায় সংঘটিত হয়। কোনো প্রাকৃতিক শক্তিই আল্লাহর ইচ্ছার উর্ধ্বে নয়। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, 'যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী তার ভেতরের ভার বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কী হলো? সেদিন জমিন তার সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দেবেন।' (সূরা আঝ যিলযাল-৯৯ : আয়াত-১ থেকে ৫)।

কর্মফলের প্রতিফলন : ইসলামি আকিদা অনুযায়ী ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ অধিকাংশ সময়ই মানুষের পাপ, অন্যায় ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমাদের ওপর যত বিপদ আসে, তা তোমাদের নিজেদের কর্মফলের কারণে, আর আল্লাহ তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আশ শুরা-৪২ : আয়াত-৩০)।

হাদিস শরিফে ভূমিকম্প

হাদিস শরিফে হজরত রাসূল (সা.) অধিক হারে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়াকে কিয়ামতের অন্যতম আলামত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সমাজে যখন অন্যায়-অপরাধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে সতর্ক করার জন্য ভূমিকম্প সংঘটিত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূল (সা.) বলেন- 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত না ইলম (প্রজ্ঞা ও বিবেক-বুদ্ধি) উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং খুনখারাবি বাড়বে।' (বুখারি : ১০৩৬)।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয়

অধিক পরিমাণে তওবা-ইস্তিগফার করা :

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফের বর্ণনা থেকে আমরা স্পষ্টতই অনুধাবন করতে পারলাম যে, মূলত আমাদের কর্মের প্রতিফল হিসাবেই মহান আল্লাহ ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত করে থাকেন। তবে আল্লাহতায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাই আমরা যদি এ দুর্যোগকালীন মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করি, তাহলে দয়াময় আল্লাহ দয়া করে আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন এবং সব ধরনের বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

এ প্রসঙ্গে হজরত রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহতায়ালা তাকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করেন।' (সুনান আবু দাউদ : ১৫১৮)।

মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা :

ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের সময় একজন মুমিনের কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল) রাখা ও ধৈর্য ধারণ করা। কেননা, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা আল বাকারাহ-২ : আয়াত-১৫৩)। আর আল্লাহ যার সঙ্গে থাকেন, দোজাহানে তার ভয়ের কোনো কারণ থাকে না।

হজরত রাসূল (সা.)-এর ওপর অধিক দরুদ পাঠ করা : আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের রহমত। তাই আমরা যদি দুর্যোগকালীন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করি, তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁর রহমত বর্ষণ করবেন এবং ভূমিকম্পসহ সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। এ প্রসঙ্গে হজরত রাসূল (সা.) নিজেই বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।' (সুনান আন নাসাঈ : ১২৯৮)। আর স্বয়ং আল্লাহ যেখানে রহমত বর্ষণ করেন, গজব সেখানে কখনোই থাকতে পারে না।

সালাত আদায় করা : সালাত হচ্ছে মহান আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বর্তমান সংকটময় সময়ে আমরা যদি কায়মনোবাক্যে ৫ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে পারি, তাহলে দয়াময় আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন। আর বিপদের সময় সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা নিজেই বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল বাকারাহ-২ : আয়াত-১৫৩)।

এ ছাড়া হাদিস শরিফে একটি প্রসিদ্ধ দোয়া বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহর রাসূল (সা.) বিপদকালীন মুহূর্তে পাঠ করতেন। দোয়াটি হলো, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরদ্বি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।'

অর্থাৎ : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের প্রতিপালক।' (মুসলিম : ২৭৩০)।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দ্যা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১২	৬:১২	৭:৫৪	১১:৫৯	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
শনিবার	১৩	৬:১৩	৭:৫৫	১২:০০	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
রবিবার	১৪	৬:১৪	৭:৫৬	১২:০০	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
সোমবার	১৫	৬:১৫	৭:৫৭	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
মঙ্গলবার	১৬	৬:১৭	৭:৫৮	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
বুধবার	১৭	৬:১৮	৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২
বৃহস্পতিবার	১৮	৬:১৮	৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২

হাসিনার সঙ্গে দেখা ও আলাপ

১৫ বছরে যেভাবে তিনি পাল্টে গেলেন

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দুবার ওয়াশিংটন এলাকায় ঘরোয়া পরিবেশে। প্রথমবার ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে, তিনি যখন ওয়াশিংটন এলাকায় তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দ্বিতীয়বার পরের বছর ২০০৮ সালে তাঁকে সেসময়ের সরকার প্যারোলে মুক্তি দিলে।

তখন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তিনি এবং সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তখন বেশ রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে। দুজনের বিরুদ্ধেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির তদন্ত চালাচ্ছিল। গুঞ্জন ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে শিগগিরই সরকার মামলা ঠুকবে।

এমন অবস্থায় হাসিনা যখন ওয়াশিংটনে, সেই সময় আমি হঠাৎ নিমন্ত্রণ পাই আমার বহু পরিচিত ওয়াশিংটন এলাকাবাসী এক জ্যেষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে। তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমন্ত্রণ শেখ হাসিনার জন্য, তিনি রাতে একটি ভোজের আয়োজন করেছেন এবং তিনি বললেন এটি কোনো দলের ব্যাপার না।

তিনি ডেকেছেন এলাকার কিছু অরাজনৈতিক পেশাজীবীদের, যাঁদের সঙ্গে শেখ হাসিনা দেখা করতে চান। আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বললাম, 'ভাই, আমি শুধু অরাজনৈতিক না, শেখ হাসিনা আমাকে চেনেনও না।' আমি যেতে অস্বীকার করলে তিনি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। যেহেতু আমন্ত্রণকারী আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, আমি রাজি হই এবং সে রাতের নিমন্ত্রণে যাই।

শেখ হাসিনাকে এর আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওয়াশিংটনে সরকারি অনুষ্ঠানে দেখেছি, শুনেছি। আমি বলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই তাঁকে প্রথম দেখি। আমি তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যালয়ে বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করেছি বেশ কয়েক মাস বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর।

আমি স্বাধীনতাসংগ্রামের একজন নেতা কামারুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছি তিন বছর। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি আছে, আর কামারুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে তো বটেই। (আমি সেই চার বছরের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছি আমার সদ্য প্রকাশিত অস্থির সময়: বাংলাদেশের প্রথম চার বছর বইতে।) শেখ হাসিনাকে সে সময় আমার দেখার কোনো সুযোগ হয় নাই। কথা বলা তো দূরের কথা।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে বা পরে বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকার সময় কয়েকবার বেসরকারিভাবে ওয়াশিংটন এসেছেন। তিনি যখনই আসতেন তাঁকে নিয়ে আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতারা ওয়াশিংটন এলাকার কোনো স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। উল্লেখযোগ্য এসব আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত হতেন এলাকার বাংলাদেশি পেশাজীবীরা, যাঁরা আন্তর্জাতিক সংস্থা, অধ্যয়ন সংস্থা বা আইন-সম্পর্কিত সংস্থার সঙ্গে কাজ করতেন। তাঁরা প্রায়ই অরাজনৈতিক ব্যক্তি, তবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে তাঁরা সরব থাকতেন। আমার সেসব অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

সে রাতে আমাদের জ্যেষ্ঠ বন্ধুর বাসায় গিয়ে দেখলাম আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি, যাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মচারী, কিছু অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, আর কিছু ফেডারেল গভর্নমেন্টের কর্মচারী। আমার জানা মতে প্রায় সবাই অরাজনৈতিক লোক। সব মিলিয়ে বিশজন হবে। কিছু পরে শেখ হাসিনা এলেন তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন, যাঁরা শেখ হাসিনার সহচর ছিলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর শেখ হাসিনা সবার কুশল জেনে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে কেউ কেউ সামান্য কিছু বলে উ□া জানতে চাইলেন শেখ হাসিনার নিজস্ব মতামত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে।

আমি বেশ অবাক হয়ে শুনলাম তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা দলটির নেত্রী সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করলেন না। বরং তিনি নিজের দল নিয়েই বেশি বললেন, দেশের স্বাধীনতায় দলের অবদান, তাঁর সরকারের অবদান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আশা।

কথা তখন গড়াতে গড়াতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দুরবস্থা এবং এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর দায়দায়িত্ব এ পর্যায়ে যখন যায়, তখন আমি একটি প্রশ্ন করি তাঁকে। আমি জানতে চাইলাম যে তিনি কি মনে করেন না যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা পর্যায়ে পরিবর্তন দরকার? এক নেতৃত্ব বহুদিন ধরে থাকলে কি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্জীব হয়ে যায় না?

শেখ হাসিনা আমার দিকে স্থির দৃষ্টি দিয়ে উত্তর দিলেন, 'আপনার কি মনে হয় আমি সেধে সেধে (তাঁর ভাষায় সাইধা সাইধা) দলের প্রধান হইছি? দলের বিশ হাজার কাউন্সিলর আমারে ভোট দিয়া প্রেসিডেন্ট বানাইছে।' আমি নাছোড়বান্দার মতো আবারও বললাম, 'তা আপনি নিজে থেকে সরে না দাঁড়ালে তাঁরা তো আপনাকে চাইবেই।' উত্তরটা অবশ্যই তাঁকে খুশি করেনি। তিনি আমার সঙ্গে আর কোনো বাক্য বিনিময় করলেন না।

তিনি আমাদের বললেন, 'আমার দেশে ফিরে যাওয়ার আরেকটি রাস্তা আছে। সবাই তো মনে করে আমি ভারতের অনুরক্ত, আমি ভাবছি আমি প্রথম ভারতেই চলে যাব। সেখান থেকে আমি বোরকা পরে ওদের সাহায্যে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ব। তারপর দেশে গেলে যা হয় তা হবে।' বলেই তিনি হাসতে থাকলেন। আরও সবাই হাসল এটাকে একটি দারুণ কৌতুক হিসেবে। আর আমি অবাক হলাম কীভাবে শেখ হাসিনা সহজভাবে তাঁর ভারতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কথা বললেন কৌতুকের ভেতর।

আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর খাবার পরিবেশন হলে আমি খাবার হাতে নিয়ে দেখলাম শেখ হাসিনা বসে খাচ্ছেন আর পাশে তাঁর ছেলে জয়। আমাকে গৃহকর্ত্রী বসতে বললে আমাকে অবাক করে শেখ হাসিনা বললেন তাঁর কাছে বসতে। হঠাৎ জয় উঠে দাঁড়ালে আমাকে গৃহকর্ত্রী ইশারা করলেন পাশের চেয়ারে বসতে। আমি পাশে বসে প্রথমেই হাসিনাকে বললাম যে আমি তাঁকে তাঁর সভাপতিত্ব নিয়ে কোনো কটাক্ষ করিনি এবং আশা করি তিনি মনে কিছু নেননি। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, কিছু মনে করেননি। এরপর তাঁকে আমি বললাম যে তাঁর সঙ্গে আমার এর আগে কোনো দিন কথা হয়নি। আমি তাঁকে প্রথম দেখি তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। আমি তখন তাঁকে আরও বললাম যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর আমি তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করেছি বেশ কয়েক মাস। এরপর তিনি আমাকে মন্ত্রী কামারুজ্জামানের একান্ত সচিব হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আমি কামারুজ্জামানের সঙ্গে ছিলাম যত দিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। দেখলাম শেখ হাসিনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠে বললেন, 'ও তাই নাকি। কামারুজ্জামান সাহেবের ছেলেকে তো আমরা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করেছি।'

খাওয়ার শেষে আবার কিছুক্ষণ আলাপচারিতার সময় কথা উঠল তাঁর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন চিন্তা নিয়ে। কারণ, তখন কথা উঠেছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁর দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জল্পনায় রয়েছে। একপর্যায়ে শেখ হাসিনা বললেন যে এটা সত্যি কি না আর তিনি ফিরে গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না, এটা যাচাইয়ের জন্য একমাত্র উপায় দেশে ফিরে গিয়ে এটার মুখোমুখি হওয়া। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তিনি তাঁর দেশে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বা সম্ভাব্য গ্রেপ্তার নিয়ে কথা বলছেন নিরুদ্বেগে, যেন এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এর পরে যা বললেন তা ছিল আরও বিস্ময়কর, যদিও এটা ছিল হাস্যোচ্ছলে বলা।

তিনি আমাদের বললেন, 'আমার দেশে ফিরে যাওয়ার আরেকটি রাস্তা আছে। সবাই তো মনে করে আমি ভারতের অনুরক্ত, আমি ভাবছি আমি প্রথম ভারতেই চলে যাব। সেখান থেকে আমি বোরকা পরে ওদের সাহায্যে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ব। তারপর দেশে গেলে যা হয় তা হবে।' বলেই তিনি হাসতে থাকলেন। আরও সবাই হাসল এটাকে একটি দারুণ কৌতুক হিসেবে। আর আমি অবাক হলাম কীভাবে শেখ হাসিনা সহজভাবে তাঁর ভারতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের কথা বললেন কৌতুকের ভেতর।

কিন্তু তার কিছুদিন পর জুলাই ২০০৭ মাসে তাঁকে এবং খালেদা জিয়াকে অন্তরিন করা হয়। প্রায় এগারো মাস পর ২০০৮ সালের জুন মাসে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য। আবার তিনি ওয়াশিংটন আসেন এবং থাকেন তাঁর ছেলের সঙ্গে ভার্জিনিয়াতে কয়েক মাস। এবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় দ্বিতীয়বারের মতো। এবার মেরিল্যান্ডে, আমার অঙ্গরাজ্যে।

আমার দ্বিতীয় দেখা হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কারণ, আমার প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে আমি কিছু বিব্রত ছিলাম। কাজেই আমাকে যখন আমার সুপরিচিত বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে শেখ হাসিনার সৌজন্যে আরেকটি রাতের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন (ঘটনার এক মাস আগে), আমি আমার অপারগতা জানালাম অন্য আরেকটি ব্যাপারে ব্যস্ততা জানিয়ে। আমি ভাবলাম আমি অব্যাহতি পেয়েছি।

কল্পনার বাইরে এ জন্য যে তাঁকে পরপর দুইবার যে মূর্তিতে দেখেছিলাম, তাঁর বাহ্যিক যে রূপ দেখেছিলাম, পরবর্তী পনেরো বছর তিনি যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ভয়াল পরিবর্তন আনেন, তা তাঁকে চোখে দেখা আর শোনা থেকে ব্যক্তিত্ব অনেক দূরে ছিল।

কিন্তু এর দুই সপ্তাহ পরে আমার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি আবার আমাকে নিমন্ত্রণের কথা জানিয়ে বললেন যে এবার আমাকে আসতেই হবে, কারণ তাঁর 'নেত্রী' নিজে আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে। শুধু আমি নই, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসতে। আমি তো হতবাক! প্রথমত শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র এক বছর আগে। তিনি আমাকে কীভাবে মনে রাখলেন? আর বঙ্গবন্ধু বা কামারুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে কাজ করা তাঁর কাছে এমন কোনো বিশেষ বস্তু না যে তার জন্য আমাকে তাঁর নিমন্ত্রণে আসার অনুরোধ করবেন? আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে পরে নিমন্ত্রণকর্তাকে জানালাম যে আমি আসব।

এবারের রাতের অনুষ্ঠান ছিল আরও ব্যাপক। এই অর্থে যে এখানে লোকসমাগম আরও বেশি ছিল। শেখ হাসিনার দলও ছিল বেশ বড়। আগের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে চারজন লোক ছিল তাঁর ছেলে ছাড়া। এবার দেখলাম প্রায় দশজন লোক, জয় তো আছেই। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক আর গোটা কয়েক পেশাজীবী। শেখ হাসিনার সঙ্গীরা ছাড়া আর কেউ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনপ্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। প্রধান দলগুলো ছাড়া অন্য দলগুলো সাড়া দিয়ে নির্বাচনে কাজে নেমেছে। আওয়ামী লীগ সরকারিভাবে না হলেও ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তারা নির্বাচনে নামবে। শুধু বিএনপি তখনো জানান দেয়নি। সে রাতের আলোচনা মূলত ছিল আগামী নির্বাচন। এ নিয়ে শেখ হাসিনা তাঁর মনোভাব জানালেন। তাঁর ছেলে জয় নির্বাচনী প্রচার টেলিভিশনের মাধ্যমে করার ওপর জোর দিলে আমি বললাম যে বাংলাদেশে টেলিভিশন এখনো গ্রামে গ্রামে পৌঁছায় নাই। তার চেয়ে রেডিও ও মাইকিং করে প্রচার ভালো। তার ওপর জয় আরও কিছু বলতে গেলে হাসিনা তাঁর ছেলেকে থামিয়ে বললেন, 'তুমি চুপ করে ওদের কথা শোনো।' জয় থেমে গেল।

খাওয়ার টেবিলে আবার শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে! আমি প্রশ্ন করলাম, 'কারা কারচুপি করবে বলে আপনার ভয়? সরকারি কর্মচারীরা?' উত্তরে তিনি বললেন, 'না, তাদের কেন ভয় করব। সরকারি কর্মচারীরা তো তরল পদার্থ। যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে।'

নাছোড়বান্দার মতো আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কারা? এখন তো নির্দলীয় সরকার। তাদের তো এ নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব থাকার কোনো কারণ নেই।' শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, 'তবু নির্বাচনে কিছু ভয় থাকে।'

কথা আরেকটু বাড়িয়ে আমি তাঁকে বললাম, 'দেখেন, এ নির্বাচনের পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা নাও হতে পারে। তাই বলছি, আমি আমার সরকারি চাকরিজীবনে জেলা প্রশাসক হিসেবে দুই জেলায় তিনটি নির্বাচনী কাজে দায়িত্বে ছিলাম। এর মধ্যে একটি ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, একটি ছিল সংসদ নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যেমন দলভিত্তিক হয়েছিল, তেমনি সংসদ নির্বাচনও। তখনকার প্রেসিডেন্ট তাঁর পদে থেকে নির্বাচন করেছিলেন এবং পরবর্তী সংসদ নির্বাচনও তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এ দুটিতে কারচুপি হয়েছিল বলব না, তবে যখনই একটি নির্বাচনে একজন প্রতিষ্ঠিত সরকারি নেতা বা তাঁর দল অংশগ্রহণ করে, তাঁদের দিকে পাল্লা ভারী থাকে। এই নির্বাচনে এ রকম কোনো পরিস্থিতি তো নেই।'

আমার এই মন্তব্যের পর শেখ হাসিনা বললেন, 'নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব না থাকলেও নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এর গ্যারান্টি কে দেবে?' আমি এর উত্তর আর কী দেব।

সে রাতের আলাপ আলোচনা থেকে আমার দুটো উপসংহার ছিল। শেখ হাসিনা অবশ্যই নির্বাচনে যাবেন। আর তিনি এ নির্বাচনে জয়ী হবেন–এ প্রত্যাশা রাখেন। কিন্তু পরে এই জয়কে ধরে রাখতে আরও কী কী প্রক্রিয়া তিনি হাতে নেবেন, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

কল্পনার বাইরে এ জন্য যে তাঁকে পরপর দুইবার যে মূর্তিতে দেখেছিলাম, তাঁর বাহ্যিক যে রূপ দেখেছিলাম, পরবর্তী পনেরো বছর তিনি যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ভয়াল পরিবর্তন আনেন, তা তাঁকে চোখে দেখা আর শোনা থেকে ব্যক্তিত্ব অনেক দূরে ছিল। তিনি বাইরে ছিলেন একজন সহজ সরল, সাদাসিধে লোক যে তাঁর অনানুষ্ঠানিক ব্যবহার দিয়ে মানুষকে জয় করতেন। বিশেষত যাঁদের তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ মনে করেননি। তাঁর বাহ্যিক ব্যবহারে সাধারণ লোক তা বুঝতে পারত না। ভারতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা কৌতুকের মতো বললেও তিনি ভেতরে-ভেতরে ভালোই জানতেন যে ভারত তাঁর সব বিপদে পাশে থাকবে। তিনি জানতেন যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভারত তাঁর পেছনে থাকবে। তিনি ভান করেছিলেন নির্বাচনে কারচুপির ভয়ের।

আমার দুঃখ এই যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা হয়েও শেখ হাসিনা তাঁর পিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা দূরদর্শিতা পাননি। কারণ, তাঁর পিতা তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি হয়তো তাঁর মেয়েকে ভালোভাবে জানতেন। তিনি আর জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী এক নন।

শেষ করার আগে আমি শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করতে চাই। সিজার তার বন্ধু ব্রুটাসকে বলেছিল, 'ব্রুটাস, আমাদের ভাগ্যের জন্য আমাদের নক্ষত্র দায়ী নয়, আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্যের জন্য দায়ী।' আজ শেখ হাসিনা যে কারণে দণ্ডিত হলেন সেটা তাঁর নক্ষত্রের জন্য নয়, এটা তাঁর কর্মফলের জন্য। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী-সাবেক সরকারি কর্মকর্তা

শিক্ষা না নিলে আরেকটি পিলখানা ঘটতে পারে

আবু রুশদ

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিলখানায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তা মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনী অফিসারদের সংগঠন রাওয়া কর্তৃপক্ষ শহীদ কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বিশেষ সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। দ্রুত ওইসব সদস্যপদ প্রদান করে তিন বাহিনী প্রধানকে দাওয়াত দিয়ে এক অনুষ্ঠান আয়োজনেরও ব্যবস্থা করা হয়। তখন রাওয়া ইসি কমিটির সদস্য মরহুম মেজর ইয়াসিন মোল্লা এজন্য আমার সহায়তা কামনা করেন। যেহেতু শহীদ কর্মকর্তাদের নিয়ে আমার সম্পাদিত বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালে ইতোমধ্যেই দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, সেজন্য সব শহীদের পরিবারের নাম ও যোগাযোগের মোবাইল বা ল্যান্ড ফোন নম্বর আমার কাছে ছিল। তাই রাওয়া কর্তৃপক্ষ আমাকেই ওই দায়িত্বটি দেয়।

২০০৯ সালের মার্চ সংখ্যাকে বিশেষ বিডিআর সংখ্যা হিসাবে প্রকাশের জন্য আমি সেনা সদরদপ্তরের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। সব শহীদ কর্মকর্তার ছবি, শর্ট বায়োডাটাসহ পরিবারের যোগাযোগের ডিটেইলস জোগাড় করা সে সময় সহজ কাজ ছিল না। আমি পুরোদস্তুর আমার জার্নালের প্যাডে চিঠি লিখে সেনা সদরদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করি এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রদান করে। এরপর সব শহীদ কর্মকর্তার পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পারিবারিক দুর্লভ ছবি শুধু নয়, হৃদয়ছোঁয়া অনেক পারিবারিক কাহিনিও সংগ্রহ করা হয়।

প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর বিভিন্ন কর্মকর্তার স্মৃতিচারণমূলক লেখা দিয়ে পরের মাসে আরেকটি বিশেষ সংখ্যা বের করি। সেনা সদরদপ্তর থেকে এম আই ক্লিয়ারেন্স নিয়ে কয়েকজন চাকরিরত কর্মকর্তাও তাতে লেখা পাঠান।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি ও আমার জার্নালের সাংবাদিকরা যখন সেনাবাহিনীর প্রদত্ত ডকুমেন্ট অনুযায়ী শহীদদের পরিবারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলাম, তখন কে বা কারা ডিজিএফআইতে রিপোর্ট করে বসেন যে, আমি নাকি শহীদ পরিবারের সদস্যদের একজোট করে সরকারের বিরুদ্ধে 'উসকানি' প্রদান করছি! আমি যখন ওই তথ্য জানতে পারি, তখন চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে, অপরদিকে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি। সেনা গোয়েন্দা পরিচালককে ওই কথা জানালে তিনি ডিজিএফআইতে কথা বলবেন বলে জানান। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সেনা সদরদপ্তরের লিখিত অনুমোদনসাপেক্ষে যখন স্মৃতিচারণমূলক সংখ্যা বের করছি, তখন ওই ধরনের গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা শুনলে কেমন লাগে? জানিনা তদানীন্তন ডিজিএফআই প্রধান লে. জে. মোল্লা ফজলে আকবর আমার ফাইলে কী নথিভুক্ত করেছিলেন? তবে কয়েকটি সূত্রে জানতে পারি, তিনি নিতান্তই রাজনৈতিক ক্যাডারের মতো আচরণ করছিলেন সেসময়। তার অধীনস্থ কর্মকর্তা যারা তদন্তের কাজে জড়িত ছিলেন তাদের সোজা বলে দেওয়া হয়, তদন্তে যাতে আওয়ামী লীগের কারও নাম না আসে। কয়েকজন অফিসার প্রতিবাদ করলে তাদের শেষমেশ বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে দেন জে. মোল্লা আকবর।

যাহোক, রাওয়া কর্তৃপক্ষ সহায়তা চাইলে আমি মেজর ইয়াসিনকে সব কথা খুলে বলি। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমরা কি গোপনে কিছু করছি? তিন বাহিনী প্রধান স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিশেষ সদস্যপদ প্রদান করবেন বলে কথা দিয়েছেন, এখানে সমস্যা কোথায়? আমি বললাম, স্যার, ডিজিএফআই'কে গিয়ে তা বোঝান। ওরা মোবাইল ফোন মনিটর করে দেখে যে আমরা শহীদ পরিবারের সঙ্গে কথা বলছি। এরপর কর্তারা সেটাকে যা খুশি বানিয়ে দেয়! এ অবস্থায় রাওয়ার ভাইস চেয়ারম্যান কর্নেল শাহজাহান মোল্লাও আমার সঙ্গে কথা বলেন ও জানান, তিনিসহ রাওয়া ইসি অফিশিয়ালি আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন। তাই ভয়ের কিছু নেই।

আমরা কাজ শুরু করলাম। মেজর ইয়াসিন এসে আমার অফিসে বসতেন। আমি ও আমার কোর্সমেট অবসরপ্রাপ্ত মেজর খলিল বিন ওয়াহিদ একের পর এক ফোন করছি এবং শহীদ পরিবারের ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তা নোটবুকে লিপিবদ্ধ করছি। আমার পুরো অফিস তখন সব কাজ বাদ দিয়ে এই মহতী উদ্যোগে মনোনিবেশ করে। স্পষ্ট মনে আছে, মাত্র চার দিনে আমরা সব তথ্য সংগ্রহ করে তা মেজর ইয়াসিনকে হস্তান্তর করি।

এরপর সদস্যপদ প্রদান অনুষ্ঠানে আমাকে ও ওয়াহিদকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেয় রাওয়া কর্তৃপক্ষ। ওই অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট অতিথি ছাড়া কোনো রাওয়া সদস্যকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। আমি যখন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন সূত্র মারফত জানতে পারলাম যে, আমার বিরুদ্ধে আবারও 'উসকানি' দেওয়ার অভিযোগ করা হচ্ছে! মেজাজ গেল খিচড়ে। মেজর ইয়াসিন ও কর্নেল শাহজাহান মোল্লাকে জানিয়ে দিলাম যে আমি যাব না। যাইওনি। অথচ আমার তৈরি করা তালিকা দিয়ে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বিশেষ সদস্যপদ প্রদান করেন তিন বাহিনী প্রধান! আর অন্যদিকে ডিজিএফআই তৈরি করে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট! এই হচ্ছে অবস্থা। সেই কথিত 'উসকানি' প্রদান তত্ত্বের পরিণতিতে পরে বহু ঝামেলা ভোগ করতে হয়েছে। আমাদের চমৎকার একটি গোয়েন্দা সংস্থা এভাবেই একটি ধামাধরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে, যারা নিজ কমরেডদের বাঁচাতে ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিক প্রভুদের রক্ষায় ছিল ভৌতিকভাবে তৎপর।

এদিকে ২০০৯ সালে ডিফেন্স জার্নালের দুটি বিশেষ সংখ্যা বের করার পর ২০১৪ সালে আরও একটি বিশেষ সংখ্যা বের করি বিডিআর শহীদদের স্মরণে। ওই সংখ্যাটি বের করার পরও আমি হেনস্তার শিকার হই। সেনা সদরদপ্তরে কয়েকটি সৌজন্য সংখ্যা পাঠালে তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ তা ফেরত পাঠায়। এই ছিল সেই আমলে বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশাসনের অবস্থান।

দীর্ঘদিন পর বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিশন কোনো ধরনের চাপ বা প্রভাবের বাইরে থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেছে। এতে সবচেয়ে যে বিষয়টি একাধারে গুরুত্বপূর্ণ ও লজ্জার তা হলো, সে সময় বিভিন্ন পদে আসীন সেনা এবং পুলিশ কর্তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ কারবার বের হয়ে আসা। সেনাবাহিনীর সব সদস্য গত ষোলো বছর ধরে অনেক কিছু জানার পরও বাধ্য হয়ে চুপ থেকেছেন, কয়েকজন কথা বলে চাকরিচ্যুত হয়েছেন, আবার কেউ কেউ সেনা কর্মকর্তা কারাগারে পর্যন্ত গিয়েছেন। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের ষণ্ডামি পাণ্ডামির মুখে নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া হয়তো উপায়ও ছিল না। আবার দেশের তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ পিলখানায় অফিসারদের রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী অ্যাকশন নিলে ভারত সামরিক আগ্রাসন চালাত বলে তার জবানীতে জানিয়েছেন কমিশনকে। কমিশন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছে, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছে এক বছর ধরে, যাতে দেশীয় একটি রাজনৈতিক দল ও প্রতিবেশী দেশ জড়িত ছিল। অর্থাৎ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা ভিনদেশের সহায়তায় নাকের ডগায় বসে আমাদের সেনা অফিসার হত্যার ছক এঁটেছে নির্বিঘ্নে।

অনেক কিছুই এখন বেরিয়ে আসছে, যা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল বিগত আমলে। আর ধামাচাপা দেওয়ায়ও লীগ-বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আবিষ্কারে কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন শহীদ অফিসারদেরই একসময়ের সহকর্মীরা।

প্রশ্ন হলো, কেন আমাদের কতিপয় সেনা কর্মকর্তা নিজ কমরেডদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনা করেছেন বিগত শাসনামলে? কেন দেশের সব পর্যায়ে নাক গলানোয় পারদর্শী ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের মতো গোয়েন্দা সংস্থা এমন একটি পরিকল্পনার কথা জানতে পারল না, যা খোদ রাজধানীতেই জমাট বাঁধছিল এক বছর ধরে?

এই যে বিডিআর হত্যাকাণ্ড ও সেনাপ্রধানের ভারতীয় জুজুর ভয় দেখানো-এসব কিন্তু একদিনে শুরু হয়নি। ২০০৭ সালে চারদিকে আটঘাট বেঁধে ওয়ান-ইলেভেন সংঘটিত করা হয়। তখন জেনারেল মইন ইউ-সহ লে. জেনারেল মাসুদ উদ্দিন গং এমন একটি ধারণা দিতে থাকেন যে, তারা খোলাফায়ে রাশেদিনদের মতো সৎ একটি সমাজ গঠনে নিবেদিত হয়েছেন। মিডিয়াও নেমে পড়েছিল সেই কোরাসে। চারদিকে তখন ধন্য ধন্য রব।

আসলে দেশকে পুরো বিরাজনীতিকরণের পথে পরিচালিত করে মইন ইউ গং। রাজনীতি মানেই খারাপ-এই তত্ত্ব হুজুগে বিশ্বাসী মানুষকে গেলাতে সব মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়। সুশীল শ্রেণির প্রচারণা চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। বিশেষ করে একই গ্রুপের একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সব দেশবিরোধী উদ্যোগকে চোখ বুজে সমর্থন জানায়।

আমরা সে সময়কার পরিস্থিতি নিয়ে মোটামুটি যা বলতে পারি তা হলো :

জেনারেল মইন ইউ গং তখন সামরিক কায়দায় দেশ চালাচ্ছেন। ওয়ান-ইলেভেন হওয়ার পর প্রথম দিকেই তিনি নিজেকে ফোর স্টার জেনারেলে উন্নীত করেছেন। ডিজিএফআই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে চারদিকে। যাকে তাকে দুর্নীতির তকমা লাগিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, নির্যাতন করছে। দুটি বিশেষ পত্রিকায় প্রতিদিন ঢাউস সব রিপোর্ট বের হচ্ছে। সুশীলদের সে কী উন্মাদনা! দেশে দুধের নহর বইছে! এমন একটা ভাব যে, দেশ ঠিক রেললাইনে উঠে যাচ্ছে সহসাই! খুলনার কোনো এক প্রত্যন্ত উপজেলার কোনো নারী সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এক হাজার টাকা ঘুস খেয়েছেন তো তাকে হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে! সেই ছবি দৈনিকে ছাপা হয়েছে বড় করে! আহা! কত দুর্নীতিই না দমন করছে মইন ইউ!

ডিজিএফআই, এনএসআইসহ সব গোয়েন্দা সংস্থা রাতদিন তৎপর, অতি তৎপর হয়ে ওঠে। এদের কর্মকর্তাদের বুকের সিনা বেড়ে শার্টের বোতাম ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাদের আর কোনো কাজ নেই! ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের ধর। এদের ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে, উদ্ধার হচ্ছে কোটি কোটি টাকা! কোনো লোক হ্যারিয়ার গাড়ি ঢাকার রাস্তায় ফেলে গেছে। সেটি উদ্ধার করে সেই কী উল্লাস! বিলাসি গাড়ি পাওয়া গেছে! এসব চলবে না দেশে! সবাই ভারতের তৈরি মারুতির মতো ছোট গাড়িতে চড়বে!

এদিকে যেসব মিডিয়া একটু এদিক-ওদিক রিপোর্ট করছে তাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী ডেকে নিয়ে আসা হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থায়। এভাবে শফিক রেহমান বাধ্য হলেন তার সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে, আমানুল্লাহ কবিরের সম্পাদনায় চলা আমার দেশ পুড়ে গেল। সেই কী উচ্ছ্বাস! মিডিয়াকে 'নিরপেক্ষ' বানানো হচ্ছে, সিকিউরিটি শেখানো হচ্ছে! শুধু ধামাধরা সুশীল সাবেক কমিউনিস্ট দুই সম্পাদকের দুই দৈনিক ঠিক আছে! উঠতি মধ্যবিত্ত আবার এদের খুব ভক্ত। চোখ ঢুলুঢুলু করে এ দুটি পত্রিকা পড়ছে আর রাজনীতির মা-বাপ উদ্ধার করে ঢেঁকুর তুলছে।

এসব করেও শান্তি নেই! মইন ইউ, এটিএম আমিন, মাসুদ উদ্দিন চক্র গুরুতর সব অপরাধ দমনে নেমে গেছে মালকোচা মেরে। চারদিকে বাঘে, মোষে পানি খাচ্ছে একসঙ্গে। সেই কী জোশ! চারদিকে পপুলিজমের জয়জয়কার।

এর মাঝে মইন ইউ গেলেন ভারতে। নিয়ে এলেন দৃষ্টিনন্দন ঘোড়া!

ডিজিএফআইয়ের কাউন্টার টেররিজম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এটিএম আমিন, যার কাজ ছিল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতার দিকে নজর রাখা, তিনি ছুটলেন প্রতিবেশী দেশের ধেড়ে বাবুদের খুশি করতে। কিভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনা যায়, তার আঞ্জাম দিতে! কথিত আছে, রাতের আঁধারে ডিজিএফআইয়ের কোনো একটি গোপন সেফ হাউজে অতি গোপনে শেখ হাসিনাকে নিয়ে আসা হয় চুক্তি ফাইনাল করতে। সেখানে মইন ইউ হাজির হন এবং হাসিনার পা ধরে কদমবুছি করেন।

এখন জেনারেল ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন বলছে, সেই লীগই নাকি অফিসার হত্যায় জড়িত রাজনৈতিক শক্তি। প্রতিবেশী দেশও তাতে জড়িত। কিন্তু ২০০৮ সালে অফিসার হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হলেও সিভিলিয়ান রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী দমনে ব্যস্ত বাঘা সব গোয়েন্দা সংস্থা এসবের ন্যূনতম আঁচ করতে পারেনি।

আঁচ পাবে কিভাবে? তখন তো মইন ইউর সেই বাঘা অফিসাররা ব্যস্ত, মহাব্যস্ত! বাপরে বাপ! দেশ ঠিক করা প্রকল্প তখন প্রবল বিক্রমে চলমান যে! ভিনদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা ও তাদের প্রাণের প্রিয় লীগের চক্রান্ত দেখার সময় কোথায় তাদের? এই যে চতুর্দিকে গোয়েন্দা সংস্থা, হাইপার গোয়েন্দা কর্তাদের এত বাহারি লাফঝাঁপ সেখানে লোকজন দিব্যি নাকের ডগায় বসে পরিকল্পনা করল একটি বাহিনী খেয়ে দেওয়ার? জাহাবাজ সব গোয়েন্দা বাঘেরা কিছুই জানল না!

একদিনে তো আর এমন জটিল পরিকল্পনা করা যায় না। অনেক কিছুই দরকার হয়। অনেক যোগাযোগ প্রয়োজন হয়। কোনো আভাসই পায়নি মইন ইউ অ্যান্ড গং! কেউ টিকিটিরও সন্ধান পায়নি!

পাবে কিভাবে?

সব যে ব্যস্ত এক হাজার টাকার চোর ধরতে, তারেক জিয়াকে হেনস্তা করতে, রাজনীতিশূন্য করে বিরাজনীতিকরণের ভেলা ভাসাতে! সময় কোথায় জাতীয় নিরাপত্তাকে যেখান থেকে আঘাত করা হতে পারে সেদিকে খোঁজ নেওয়ার?

যদি বলি ওয়ান-ইলেভেনে ইন্ধন দিয়ে, তা দিয়ে ওই ষড়যন্ত্রকারী দেশি-বিদেশি শক্তিই সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যস্ত রেখেছিল অযথা সব পেটি ইস্যুতে? আর সেখানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন জেনারেল মইন ও তার দোসররা? এটা বলা কি ভুল হবে? তারা যদি নাও জানতেন সেটাও তো তাদের অযোগ্যতার প্রমাণ।

যদি বলি পপুলিস্ট সব ইস্যু তৈরি করে, চিহ্নিত মিডিয়া দিয়ে অপপ্রচার করে সাধারণ মানুষ তো বটেই শিক্ষিত মানুষের মাথা নষ্ট করে দিয়েছিল ওই পরিকল্পনাকারীরাই? যাতে সবাইকে ব্যস্ত রেখে আরামসে পরিকল্পনা করতে পারে। করেছেও তো তাই! বীর বাহাদুর ওয়ান-ইলেভেন সরকার পরিচয় দিয়েছে চরম অদক্ষতার।

আবার দায় এড়াতে পারবে না শিক্ষিত মানুষের একটি বড় অংশ যারা সুশীল হওয়ার জন্য পাগলের মতো আচরণ করে, অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে সবার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল সেই সময়টাতে। তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বিরাজনীতিকরণ, দেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকির সূত্রগুলো ছিল উপেক্ষিত।

দায় এড়াতে পারবে না দেশের নিরাপত্তার জন্য কুরআন নিয়ে শপথ নেওয়া নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তা বাবুরা।

দোষ দিব না বিদেশি ওই শক্তিকে, দোষ খুঁজব না কোনো রাজনৈতিক দলের চক্রান্তকারীদের। দোষ দিব ওই মইন ইউ গংয়ের, যারা উজবুকের মতো দেশটাকে নিয়ে খেলেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। দোষ তাদেরই। কারণ এদেশের মানুষ তাদের ওপর নির্ভর করেছিল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য।

এ কারণেই তদন্তে যাদের নাম এসেছে, তাদের পাশাপাশি ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময় যেসব অফিসার অযথা কাজে নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব অবহেলা করেছেন বা তাদের যারা হুকুম দিয়ে তা করতে বাধ্য করেছেন, তাদেরও আইনের আওতায় আনা দরকার। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ইতিহাসে এতবড় অঘটন যেহেতু আগে কখনো ঘটেনি, তাই সে সময়কার কর্তারা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। বাংলাদেশের আপামর মানুষকেও এটা খেয়াল রাখতে হবে, হুজুগে মেতে ওঠা মানেই দেশ ঠিক করা নয়। বরং তা সামগ্রিক নিরাপত্তায় বিশাল ছিদ্রও তৈরি করতে পারে।

এখন যদি আমরা তদন্ত কমিশনে দেওয়া জেনারেল মইন ইউ আহমেদের আরেকটি বক্তব্য বিবেচনায় নেই তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে তাদের ছেলেখেলা বা পুতুল নাচের ইতিকথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। জে. মইন ইউ বলেছেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সময় যদি পিলখানায় সেনাবাহিনী অভিযান চালাত, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করত।

ভাবা যায়, একটি দেশের চার তারকা এক জেনারেল বলছেন, তার বাহিনীর কর্মকর্তাদের রক্ষা করতে গেলে প্রতিবেশী দেশ সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়বে? এবং তিনি সেনাবাহিনীকে ওইজন্য অফিসারদের রক্ষায় এগিয়ে যেতে দেননি! কারণ, তিনি চার তারকা কাঁধে ঝুলালেও নিজ বাহিনীর সদস্যদের জন্যও কোনো রিস্ক নিতে চাননি! সোজা কথায় তিনি যুদ্ধ করবেন না। দেশের মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তাই করবেন, রাজনীতি নষ্ট করবেন, ভারতের হাতে দেশ তুলে দিবেন, তাও তার কাঁধে চার তারকা থাকতেই হবে!

দেশের সেনাবাহিনীর কাজই তো আগ্রাসন মোকাবিলা করা। কম শক্তি আছে না কম সৈন্য আছে সেটা তো বিবেচ্য নয়। মানসম্মান, দেশের মর্যাদা, সৈনিকের ডিগনিটি তো সবার উপরে। ধরে নিলাম ভারত তখন সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। তাতে কী হতো? আমাদের সৈনিকরা, অফিসাররা জীবনপণ যুদ্ধ করত। আমাদের সাধারণ মানুষ পাশে দাঁড়াত। আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলো এগিয়ে আসত। কারণ, আমরা আক্রান্ত হয়েছি। তারপরও যদি আমরা পরাজিত হতাম, হতাম। টিপু সুলতান, রাজা দাহির পরাজিত হয়েছিলেন। তাতে কী? ইতিহাসে তাদের নাম লেখা আছে বীরের কাতারে, সম্মানের সঙ্গে। মইন ইউর নাম লেখা থাকবে কোথায়? বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পটভূমি তৈরিতে সহায়তা, হত্যাকাণ্ডে অফিসারদের ভীতু কাপুরুষের মতো উদ্ধার করতে না পারায় সবার আগে বিচার হওয়া দরকার এ সেনাপতির। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবকে হেয় করেছেন।

২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের জন্য যেন আগামীর বড় উদাহরণ হয়ে থাকে। কিভাবে সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ভুল পথে পরিচালিত করে ও ব্যস্ত রেখে ভয়াবহ দেশবিরোধী চক্রান্তের পরিকল্পনা করা যায় তার জ্যান্ত প্রমাণ এ ঘটনা। সশস্ত্র বাহিনীকে তার নিজ কাজ বাদ দিয়ে যদি কেউ ভিন্ন কিছুতে নিয়োজিত করতে চান বা উসকানি দেন তাহলে ধরে নিতে হবে ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের পেশা নিয়ে থাকতে দিন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তা, বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতা নিয়ে তৎপর থাকতে দিন। তাদের কাজ দেশের রাজনীতি ঠিক করা নয়। রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিন। হাজারও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনীতি দিয়ে দেশ শাসিত হোক। কোনো অ্যাডভেঞ্চার আবারও যে আরেকটি পিলখানা ডেকে আনবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

আবু রুশদ : সাবেক সেনা কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নালের প্রধান সম্পাদক

টার্গেট ডেলিভারি ড্রাইভার

সেখানে তারা অপরাধ প্রবণতা কমানোর অভিযান চালান। সেখান থেকে তিন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। যার মধ্যে দুজনকে ফেরত পাঠানো হবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে কঠোর অভিবাসন জামিনে রাখা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদের 'ব্যাপক সংস্কারের' অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত (১৬ মাসে) প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে ব্রিটেন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যাদের দেশটিতে থাকার কোনো অনুমোদন নেই। একইসঙ্গে মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, শাস্তি ও মালামাল জব্দ প্রায় ৩৩ শতাংশ বেড়েছে।

যুক্তরাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তামন্ত্রী অ্যালেক্স নোরিস বলেছেন, "এই সবকিছু একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে : যদি আপনি এ দেশে অবৈধভাবে কাজ করেন তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

অনুমতি ছাড়া কেউ যেন কাজ করতে না পারে সেজন্য ডেলিভারো, জাস্ট ইট, উবার ইটসের মতো বড় বড় কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন অ্যালেক্স নোরিস।

১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন

নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হতে যাচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত টানা ভোটগ্রহণ চলবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে সাদা-কালো। আর গণভোটের ব্যালটের রং হবে গোলাপি। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে বুধবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সিইসি ও চার নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচনের প্রস্তুতির অগ্রগতি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন তারা। সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন আয়োজনে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ইসির নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

তফসিল ঘোষণার আগের দিন আপিল বিভাগের দেওয়া রায় মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। কমিশনের এক অনানুষ্ঠানিক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে গাজীপুরে একটি আসন কমে যাবে। আর বাগেরহাটে কেটে নেওয়া আসন ফেরত দেওয়া হবে। তফসিল ঘোষণার আগে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার কথা রয়েছে। একই সঙ্গে নতুন সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরিসহ অন্যান্য প্রস্তুতি নিতে ইসি সচিবালয়কে বলা হয়েছে। তবে বুধবার রাত পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালনার বিধিমালার সংশোধনী গেজেট জারি হয়নি। ওই গেজেট জারি হওয়ার আগেই বিজি প্রেসে মনোনয়নপত্র ছাপার কাজ শুরু করেছে ইসি। এ বিষয়ে বুধবার ইসির সচিব বলেন, এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো ৩০০ আসনের তফসিল করা হবে। আদালতের রায়ের আদেশ পাওয়া গেলে যদি সংশোধন লাগে সেটাও সেভাবে করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত এক বাংলাদেশির

পরিয়ে রাখা হয়েছিল, এমনকি বাথরুমেও যেতে দেয়নি।' বিবিসি বাংলাকে এভাবেই নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশি নাগরিক ফয়সাল আহমেদ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)।

ফয়সাল জানান, পাঁচ বছর আগে ভিজিট ভিসায় বলিভিয়ায় গিয়ে আর দেশে ফেরেননি তিনি। সেখান থেকে দালালের মাধ্যমে প্রায় ছয় মাসের চেষ্টায় পেরু, ইকুয়েডর, মেক্সিকো হয়ে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ঢোকেন যুক্তরাষ্ট্রে। পরিচিত জনদের বাসায় আশ্রয় নিয়ে তখন থেকেই বৈধ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। ওই সময় পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল। থেকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাও খুব ইজি ছিল। বাইডেনের সময় এটা অনেকেই করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে গত পাঁচ বছরে সেখানকার বৈধ কাগজপত্র পাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তবে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন কিংবা তিনবার ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন করেও কাজ হয়নি।

ফয়সাল অভিযোগ করেন, অ্যাটর্নি পরিচয় দিয়ে আইনি সহায়তার নামে সেখানেও বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার একটি চক্র তৈরি হয়েছে।

তার ক্ষেত্রে অবশ্য সংকটের শুরুটা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তনের পর। অবৈধভাবে দেশটিতে থাকা অন্য সবার মতো বিপদে পড়েন ফয়সালও।

বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ছয় মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে গ্রেফতার হন ফয়সাল। সেখান থেকে তাকে বাফেলোর একটি ডিটেনশন সেন্টারে নেওয়া হয় তাকে। এরপর জায়গা বদলে সে সহ আরো কয়েকজনকে হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে নেওয়া হয় লুইসিয়ানার আরেকটি কারাগারে।

ভাই, আর কারো যেন এভাবে কারাগারে না থাকা লাগে, ছয়ডা মাস ছিলাম, যে খাবার খাইতে দিত, মানুষ পশুপাখিকেও এখন খাবার খাওয়ায় না- এভাবেই কারাগারে থাকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বলছিলেন তিনি।

এরপর শুরু হয় দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া। সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ফয়সালসহ ৩১ জন। এখানেও বিরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন তারা।

ওই ফ্লাইটে থাকা আরেকজন বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশের জন্য বিমানে তুলছে সকাল আটটায় কিন্তু হাতে, গলায় ও কোমরে শেকল পরানো ছিল রাত বারোটা থেকেই। এরপর প্রায় ২৭ থেকে ২৮ ঘণ্টা বিমানে ছিলাম। আমাকে বাথরুমেও যেতে দেওয়া হয়নি।

সোমবার একই ফ্লাইটে যে ৩১ জন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর বাসিন্দা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদেরই একজন বিবিসি বাংলাকে বলেন, হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি, কোমরে বেড়ি, আমেরিকা থেকে বিমানে তুলছে ৪০ ঘণ্টা পর গার্বেজের মতো ছুড়ে ফেলে গেছে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে।

টেলিফোনে কথা হচ্ছিল এই পরিস্থিতির শিকার আরেকজনের বড় ভাইয়ের সঙ্গে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, দুই বছর আগে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিল গিয়েছিল তার ভাই। গত নয় মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। এরপর থেকেই ছিলেন কারাগারে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলছিলেন, ছোট ভাইকে আমেরিকা পাঠাতে জমি বিক্রি করে টাকার ব্যবস্থা করছিলাম, প্রায় ৩৫ লাখ খরচ হইছে, এখন আমগো কি হইবো।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত সাত মাসে এভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে আড়াইশোর বেশি বাংলাদেশিকে। যারা নানাভাবে দেশটিতে ঢুকে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই সেখানে বাস করছিলেন।

ফেরত আসা এই কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই নোয়াখালীর। এছাড়া সিলেট, ফেনী, শরিয়তপুর, কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলার ব্যক্তিও রয়েছেন। আরও অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রয়েছেন, যাদেরকে ফেরত পাঠানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন ফেরত আসা কর্মীরা।

ফিরতে পারেন আরও বাংলাদেশি

মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসেই কঠোর অভিবাসন বিরোধী নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। তখন থেকেই দেশটিতে অবৈধভাবে থাকা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের গ্রেফতার ও বিতাড়িত করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সম্প্রতি ফেরত আসা ফয়সাল বিবিসি বাংলাকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে দেশটিতে অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে গ্রেফতার আরও অনেক বাংলাদেশিকে দেখেছেন তিনি।

তবে এসব বন্দিকে ফেরত পাঠানোর সময় তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এমনকি এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদও জানিয়েছে কয়েকটি দেশ।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলছেন, ডোনালড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

তার মতে, নথিপত্রহীন কাউকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফেরত পাঠানোটা স্বাভাবিক কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা হাতকড়া, পায়ে শেকল পরিয়ে রাখার ঘটনা অমানবিক।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, পঞ্চাশ থেকে ষাট ঘণ্টা যতক্ষণ তারা ফ্লাইটে ছিলেন হাতে-গায়ে শেকল পরানো অবস্থায়। এমন পরিস্থিতি আসলে একজন ব্যক্তির মধ্যে ট্রমা হয়ে থাকে, আতঙ্ক হয়ে থাকে।

শরিফুল হাসান বলছেন, সরকারের উচিৎ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ নেওয়া। অবৈধভাবে কেউ থাকলে বন্দি করে ফেরত পাঠানো হোক, কিন্তু মানবিক দিকও বিবেচনায় রাখা উচিৎ।

ব্র্যাকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৮ নভেম্বর একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৩৯ জনকে ফেরত পাঠানো হয়। এর আগে ৮ জুন ফেরানো হয় ৪২ বাংলাদেশিকে।

এছাড়া এই বছরের ছয়ই মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে আরও অন্তত ৩৪ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে।

১৫৬ মিলিয়ন ঘুস : চীনে সরকারী

তিয়ানহুই। আদালত তাকে দোষী প্রমাণিত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সেটি কার্যকরও করেছে চীন সরকার। খবর দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক সিসিটিভি'র।

২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প অধিগ্রহণ ও অর্থায়নে সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে এই বিপুল অর্থ লুটে নেয় বাই তিয়ানহুই। সিসিটিভি জানিয়েছে, চীনের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম পিপলস কোর্ট–রিভিউ শেষে ওই রায় বহাল রাখেন এবং জানান যে বাই-এর অপরাধ ছিল 'অত্যন্ত গুরুতর'।

চীনে দুর্নীতির মামলায় মৃত্যুদণ্ড সাধারণত দুই বছরের স্থগিতাদেশসহ দেওয়া হয়। পরে আজীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বাই-এর ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের মে মাসে একটি আদালত যে রায় দেন। তাতে কোনো স্থগিতাদেশ রাখা হয়নি।

তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, তবে তা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের ভাষ্যে, 'বাই বিপুল পরিমাণ ঘুষ গ্রহণ করেছেন। তার অপরাধের পরিস্থিতি ছিল বিশেষভাবে গুরুতর। এতে সামাজিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে বিশেষভাবে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে।'

সিসিটিভি জানায়, মঙ্গলবার সকালে তিয়ানজিনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মৃত্যুদণ্ড কীভাবে কার্যকর হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

ওই কোম্পানি হুয়ারংয়ের আরও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও দুর্নীতিবিরোধী তদন্তে ধরা পড়েছেন। তাদের ভাগ্যে কি আছে, তা নিয়ে চলছে জল্পনা।

১০০ মিলিয়ন ডলারের ম্যানশনে

বাসভবন নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। সোমবার তিনি নিশ্চিত করেছেন, আগামী জানুয়ারিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী রামা দুয়াজি ঐতিহাসিক গ্রেসি ম্যানশনে উঠছেন। গত সপ্তাহেও মামদানি জানিয়েছিলেন, বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত করেননি। তবে নতুন বিবৃতিতে তিনি জানান, পরিবারের নিরাপত্তা এবং নিউইয়র্ক নাগরিকদের জন্য তাঁর 'অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাজেন্ডা' বাস্তবায়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মামদানি বলেন, "নিউইয়র্কবাসী যে অ্যাজেন্ডার জন্য আমাকে ভোট দিয়েছে, এখন থেকে আমার পুরো মনোযোগ সেই দিকেই থাকবে।"

নতুন দায়িত্বের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি তাঁর কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া এলাকার ভাড়া বাড়িকে বিদায় জানিয়েছেন। মাসে ২ হাজার ৩০০ ডলার ভাড়ার এক বেডরুমের সেই অ্যাপার্টমেন্টে এতদিন পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি।

অন্যদিকে, ১৭৯৯ সালে নির্মিত গ্রেসি ম্যানশন একসময়কার ব্যক্তিগত প্রাসাদ হলেও ১৯৪০-এর দশক থেকে নিউইয়র্ক সিটির মেয়রদের সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১১ হাজার বর্গফুট আয়তনের এই প্রাসাদের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার। এটি ম্যানহাটনের ইয়র্কভিল এলাকায় ইস্ট এন্ড অ্যাভিনিউর ৮৮তম স্ট্রিটে অবস্থিত। উল্লেখ্য, জোহরান মামদানি আগামী ১ জানুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন।

'ব্রিটেনে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : যুক্তরাজ্যের রাস্তাঘাটে নারীরা এখনো নিরাপদবোধ করেন না বলে উঠে এসেছে নতুন এক তদন্ত প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মার্চে ওয়েন কাজেন্স নামক লন্ডন পুলিশেরই এক অফিসার সারা এভারার্ড নামে এক তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেন। ভয়াবহ এই ঘটনা গোটা ব্রিটেনকেই নাড়িয়ে দেয়। রাজপথে হয় ব্যাপক বিক্ষোভ।

কিন্তু চার বছর পার হয়ে গেলেও পরিস্থিতি এখনো খুব একটা বদলায়নি। সারা হত্যাকান্ডের তদন্তকারী দলের প্রধান স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত আইনজ্ঞ এলিশ অ্যাঞ্জিওলিনি সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছেন, 'ব্রিটেনে নারী-শিকারীরা এখনো খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তরুণী ও নারীরা প্রকাশ্য রাস্তায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ঘটনার পর থেকে অসংখ্য নারী নানা ধরনের হামলার শিকার হয়েছেন। এই প্রতিবেদনে 'প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে মৌলিক ব্যর্থতা এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে হামলা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি' হাইলাইট করা হয়েছে। অ্যাঞ্জিওলিনির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ব্রিটেনে প্রকাশ্য স্থানে নারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। এটি নিরাপত্তা নীতি ও পরিকল্পনায় বড় সমস্যা হিসেবে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ব্রিটেনের অনেক নারী যার মধ্যে ছাত্রী, কর্মজীবী, পুলিশ কর্মী রয়েছেন- তারা পাবলিক জায়গায় নিরাপত্তাহীনতার কারণে সর্বদা সতর্ক থাকেন। নারীদের কাছে রাস্তা বা পাবলিক জায়গায় হয়রানি এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে, তারা সাধারণত শুধু বড় ধরনের ঘটনারই রিপোর্ট দেন।

প্রতিবেদনের একটি অংশে জাতিসংঘের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ব্রিটেনের ৭১ শতাংশ নারী বলেছেন, তাদের জীবনে অন্তত একবার পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

প্রতিবেদনটি আরও উল্লেখ করেছে, ব্রিটেনের পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের একাধিক মামলার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। এই তথ্য ব্রিটেনের ব্যর্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে, যা নারীর বিরুদ্ধে হয়রানির সুযোগ তৈরি করে।

এদিকে, ব্রিটেনের কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য জানিয়েছেন, বাইরে বের হলে তারা সহজে দৌড়াতে পারেন এমন জুতো পরে বের হন এবং সবসময় ফোনে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন যাতে নিরাপদ বোধ হয়।

সামাজিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ব্রিটেনে নারী বিরোধী অপরাধ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোতে গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা রয়েছে। সূত্র : যুগান্তর

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ঠাণ্ডা মাথার খুনি

মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনার পর থেকে আমরা একাধিক টিম নিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় তদন্ত চালাচ্ছিলাম। প্রথমদিকে তার বর্তমান বাসা খুঁজে পাই। পরবর্তীতে তার মায়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিশ্চিত হই, সে ঝালকাঠির নলছিটি এলাকায় দাদা শ্বশুরের বাড়িতে অবস্থান করছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে আয়েশাকে গ্রেপ্তার করি। তার স্বামী রাব্বিকেও হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আয়েশা জানিয়েছে, এক দিন আগে ওই বাসা থেকে কিছু মালামাল চুরি হয়। পরদিন সে বাসা থেকে বের হতে গেলে গৃহকর্ত্রী লায়লা আফরোজ তাকে বলেন, 'তোমাকে চেক করবো, পুলিশ ডাকবো।' এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে লায়লা আফরোজকে হত্যা করে। এরপর তার মেয়ে নাফিসা এগিয়ে এলে তাকেও ছুরিকাঘাত করে। পরে বাসা থেকে দু'টি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর সে স্বামীকে বিষয়টি জানায়। ঘটনাটি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার হলে রাব্বি তাদের ছোট সন্তানের কথা ভেবে স্ত্রীকে নিয়ে দাদাবাড়িতে পালিয়ে যায়। আমরা সেখান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করি। সে জানিয়েছে, স্বর্ণালঙ্কার বা নগদ টাকা নেয়নি। বাসা থেকে নেয়া দু'টি ল্যাপটপের মধ্যে একটি বিক্রি করেছে, আরেকটি উদ্ধার করা গেছে। বিক্রি করা ল্যাপটপও উদ্ধার করা হবে। মোবাইল ফোনটি সে পানিতে ফেলে দিয়েছে। ঘটনার পেছনে আরও কোনো রহস্য আছে কিনা, পরবর্তী তদন্তে তা জানানো হবে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা বলেন, হত্যাকান্ডের পর থেকে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ আসামি গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। গত দু'দিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। বুধবার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ঝালকাঠির নলছিটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আয়েশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আয়েশা তার শ্বশুরবাড়ি পলাতক ছিল। এসময় তার স্বামী রাব্বিকেও আটক করা হয়। তিনি বলেন, আয়েশা ও রাব্বিকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য হয়তো সামনে আসতে পারে। এর আগে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী এসেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বীভৎস একটা ঘটনা। যিনি মা তার শরীরে ৩০টা আঘাতের চিহ্ন এবং তার মেয়ের শরীরে ৬টা আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, সোমবার কথিত গৃহকর্মী আয়েশা মা লায়লা ফিরোজ (৪৮) ও মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ (১৫)কে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল ৭টা ৫১ মিনিটে সে বোরকা পরে লিফটে উঠে ৭ তলায় যায়। পরে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে মুখে মাস্ক লাগিয়ে কাঁধে একটি ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস পরে বেরিয়ে যায়। ভবনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, ওই গৃহকর্মী বোরকা পরে বাসায় এসেছিল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার পরনে ছিল নিহত নাফিসার স্কুল ড্রেস।

১১ মাসে দুদকের জালে ৩ হাজার

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ২ হাজার২৯৭ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৫৪১টি মামলা বা এজাহার দায়ের করেছে সংস্থাটি। আর একই সময়ে ১ হাজার ২০৩জন আসামির বিরুদ্ধে ৩৪৯টি মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। মামলা ও চার্জশিট মিলিয়ে সাড়ে ৩ হাজার ভিআইপি আসামি দুদকের জালে ফেঁসেছেন বলে জানা গেছে।

পিছিয়ে নেই অভিযোগ আমলে নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তও। এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেনীর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে নতুন করে ১ হাজার ৬৩টি নতুন অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। আর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ৩৮২টি সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি হয়েছে। অন্যদিকে ১১ মাসে ২৩০ জন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়ে ৮২টি এফ.আর (ফাইনাল রিপোর্ট), ৩৯টি পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষপত্তি করা হয়েছে।

তুলনামূলক হিসাবে- ২০২৪ সালের ১১ মাসে (জানুয়ারি-নভেম্বর পর্যন্ত) বিভিন্ন অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে মাত্র ৪৩৯টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেওয়া হয়েছিল। ওই সময়ে ৩২৮টি মামলা ও ৩৪৫টি মামলার চার্জশিট দিয়েছিল দুদক। তবে ওই বছরের নভেম্বরে কোনো কমিশন না থাকায় কোনো অনুসন্ধান বা মামলার সিদ্ধান্ত ছিল না বলে জানা গেছে। ওই বছরে ২২৭টি অভিযোগের পরিসমাপ্তি বা নথিভুক্তি (অভিযোগ থেকে অব্যাহতি) হয় এবং মামলা থেকে অব্যাহতি বা পরিসমাপ্তি দেওয়া হয় ৪৮টি মামলার।

যেখানে তার আগের বছর ২০২৩ সালে অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে ৮৪৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়ে ৪০৪টি মামলা ও চার্জশিট হয় ৩৬৩টি মামলার। কিন্তু তখন পরিসমাপ্তি বা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মাধ্যমে নিষপত্তি হয়েছে ১৩ হাজার ৫৭৯টি অভিযোগ। অর্থাৎ ওই সব অভিযোগে দুর্নীতি খুঁজে পায়নি দুদক অনুসন্ধান বিভাগ।

এতে দেখা যাচ্ছে তিন বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যানে চলতি বছরে মামলা, চার্জশিট কিংবা অনুসন্ধান প্রতিটি সেক্টরেই বেশি সাফল্য দেখিয়েছে দুদক।

সার্বিক বিষয়ে দুদকের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেন, "দুদকের দন্ত ও নখ রয়েছে। যা আরও তীক্ষ্ণ করা হয়ত দরকার আছে। একটা কথা বলতে চাই দুদক যথার্থ আইনী শক্তিতে মহীয়ান। বিচারকাজে গতিশীল করতে দুদকের আরও বিশেষ আদালত প্রয়োজন।"

দুদকের সাড়ে ৩ হাজার আসামিরা তালিকায় রয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহেনা, ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব, মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ শেখ পরিবারের সদস্যরা।

আরও আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এস আলম গ্রুপের মালিক শামসুল আলম, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়েদুল কাদের, সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, হাসানুল হক ইনু, আনিসুল হক, দীপু মনি, সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও নাজমুল হাসান পাপন, টিপু মুনশি, গোলাম দস্তগীর গাজী, জাহিদ মালিক, নসরুল হামিদ বিপু, খালিদ মাহমুদ চৌধুরীসহ আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী অধিকাংশ মন্ত্রী-এমপিরা।

আসামির তালিকায় রয়েছে এস আলম গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ, নূরজাহার গ্রুপ, অ্যাননটেক্স গ্রুপ, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও জেমকন গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরাও।

সম্পদ অবরুদ্ধ ও ক্রোকেও সাফল্য: গত ১১ মাসে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধে রেকর্ড সাফল্য দেখিয়েছে দুর্নীতি দমন বিষয়ক সংস্থাটি। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১১ মাসে দেশে ও বিদেশে দুর্নীতিবাজ, অর্থপাচারকারী, সরকারি লোপাটকারী এবং ঋণখেলাপিসহ তিন শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৬ হাজার ১৩ কোটি টাকার বেশি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে ২০২৪ সালের পুরো সময়ে ক্রোক ও অবরুদ্ধের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৬১ কোটি টাকা।

২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ক্রোক ও অবরুদ্ধ সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ গেল ১১ মাসে সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে দুদক।

আদালত ও দুদকের সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ১১ মাসে দেশে ৩ হাজার ৪৫৭ কোটি ৮৩ লাখ ৪৭ হাজার ক্রোক করা হয়েছে। এরমধ্যে দেশে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজার ২২৬ কোটি ৭৯ লাখ ৩২ হাজার ও বিদেশে ৩২৮ কোটি ৩৮ লাখ ১৩ হাজার ফ্রিজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে দেশে-বিদেশে প্রায় ২৬ হাজার ১৩ কোটি ২ লাখ ৯৩ হাজার টাকা ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দুদক।

অন্যদিকে ১১ মাসে বিচারাধীন মামলার মধ্যে ২৪৯ টি মামলা নিষপত্তি করা হয়েছে। যেখানে সাজা হয়েছে ১২৬ টির, খালাস ১২৩টি, জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৫ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩২১ কোটি টাকা। ওই সময়ে ১১ হাজার ৬৩০ টি অভিযোগ এলেও মাত্র ৯৬০ টি আভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এনফোর্সমেন্ট হয়েছে ৭৯৮ টি। সূত্র: ঢাকা পোস্ট

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও জবাবদিহিতার

করেছে।

এতে বলা হয়, মানবাধিকার বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি। অধিকার, আইনের শাসন এবং সুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা বিনিয়োগ আকর্ষণ, উদ্ভাবন উৎসাহিত করা এবং নারীদের পূর্ণ অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

মানবাধিকার বিভ্রান্তিকর তথ্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সক্রিয় নাগরিক সমাজ গড়ে তুলে নিরাপত্তা জোরদার করে। এটি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করে এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেয়। পাশাপাশি সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানবাধিকার জলবায়ু কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য কারণ এটি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে এবং জীবন ও জীবিকা রক্ষায় ন্যায্য ও স্বচ্ছ সমাধান নিশ্চিত করে।

বার্তায় জানানো হয়, যুক্তরাজ্য অংশীদারদের সঙ্গে এমন ভবিষ্যৎ গড়তে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি মর্যাদা, সমতা ও ন্যায়বিচার ভোগ করবে।

কী করবেন স্টারমার?

সংকটের মূল কারণ হিসেবে বছরের পর বছর ধরে 'ফি জমে যাওয়া' এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা তীব্র হারে কমে যাওয়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে তাদের খরচ মেটাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চ ফি'র ওপর নির্ভর করেছে এবং এখন বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এ নিয়ে অফিস ফর স্টুডেন্টস সতর্ক করে বলেছে, শতকরা ৪৫ ভাগ প্রতিষ্ঠান এ বছর বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করে, কম পারফর্মিং কোর্স (এমনকি নটিংহ্যামের মতো শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও) কেটে ফেলে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে একীভূত করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। জবাবে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিভাগ টিউশন ফি'র ওপর সীমা নির্ধারণসহ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এদিকে, ইইউর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণে কিয়ের স্টারমার সরকারের প্রচেষ্টা নিরাপত্তা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ব্রিটেনকে ইইউর এসএএফই নামে পরিচিত ১৫০ বিলিয়ন ইউরোর প্রতিরক্ষা তহবিলে যোগদানের অনুমতি দেওয়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। হুমকির বিরুদ্ধে ইউরোপকে সশস্ত্র করার পরিকল্পনার অংশ এই তহবিল।

আলোচনার ব্যর্থতা মূলত প্রবেশ ফি নিয়ে বিরোধের কারণে। ইউরোপীয় কর্মকর্তারা ৬ বিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে লন্ডন অনেক কম অর্থ দিতে ইচ্ছুক ছিল।

ইইউ সেক্রেটারি অব স্টেট নিক থমাস-সাইমন্ডস এই ফলাফলকে 'হতাশাজনক' বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা শিল্প এখনো 'তৃতীয় দেশ' শর্তে প্রকল্পগুলোতে অবদান রাখতে পারে। এই পরাজয় ব্রাসেলসের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নতুন যুগের' সূচনা করার লেবার সরকারের দাবির ওপর একটি আঘাত এবং ব্রেক্সিট কৌশলগত সহযোগিতার ওপর ভারী ছায়া ফেলার প্রমাণ।

এমন দৃশ্যপটে ব্রিটেনে প্রাক্তন লেবার নেতা জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে 'ইওর পার্টি' নামে একটি নতুন দলের জন্ম হয়েছে। দলটি ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির বামপন্থি বিকল্প হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে এবং শুরু থেকেই এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

করবিন ঐতিহ্যবাহী বামপন্থিদের ওপর ভিত্তি করে আরও একটি প্রচলিত দল চান। তবে সহ-প্রতিষ্ঠাতা জাহরা সুলতানা একটি উগ্র ইহুদিবিরোধী লাইন, ন্যাটো থেকে প্রত্যাহার এবং এমনকি রাজতন্ত্রের বিলুপ্তির ওপর জোর দেন।

দলটির ৫৫ হাজার সদস্য রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় ১৯৪০ সাল থেকে এই দলটি ব্রিটেনের বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দলে পরিণত হয়েছে। ডানপন্থি মিডিয়া এটিকে 'অপ্রাসঙ্গিকতার পথে একটি আন্দোলন' হিসেবে উপহাস করেছে। দলের জন্ম বামপন্থিদের মধ্যে বিভক্তি এবং স্টারমারের নীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে।

ভবিষ্যতের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা : এই তিনটি ঘটনা আজ ব্রিটেনকে এক জটিল মোড়ে ফেলে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংকট দেশে শিক্ষা এবং গবেষণার মানের ভবিষ্যত নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। ইউরোপীয় আলোচনার ব্যর্থতা ব্রেক্সিট-পরবর্তী সহযোগিতার ব্যবহারিক সীমা উন্মোচিত করে এবং একটি নতুন বামপন্থি দলের উত্থান সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দেয়। এই তিন চ্যালেঞ্জের প্রতি স্টারমার সরকারের প্রতিক্রিয়া দেশের ভবিষ্যত রূপরেখা তৈরি করবে। সূত্র: যুগান্তর

বাংলাদেশীসহ ৮০ হাজার

অনেকেই জালিয়াতির মাধ্যমে আইইএলটিএস পাস করে ব্রিটেনে এসেছেন।

ব্রিটিশ হোমের অভিযোগে বলা হয়, পুলিশের একটি চক্র যারা মূলত আইইএলটিএস পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার গ্যারান্টি দিত এবং বিনিময়ে এক হাজার থেকে শুরু করে দুই হাজার ৫০০ পাউন্ড পর্যন্ত চার্জ গ্রহণ করত। এর সত্যতা যাচাইয়ের পর প্রায় ৮০ হাজার পরীক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। যারা শুধু বাংলাদেশ, ভারত, তাইওয়ানসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী। এদের অনেকেই প্রকৃতপক্ষে পাস করেনি; জালিয়াতির মাধ্যমে ভুল নম্বর দেখিয়ে তাদের 'পাস' দেখানো হয়েছিল। এসব ভুলভাবে উত্তীর্ণদের চিহ্নিত করা শুরু করেছে ব্রিটিশ সরকার। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা পরীক্ষা আইইএলটিএসের বহু স্কোর ভুল ছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিল, ক্যামব্রিজ প্রেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাসেসমেন্ট ও আইডিপি যৌথভাবে এ পরীক্ষাটি পরিচালনা করে।

আইইএলটিএস কর্তৃপক্ষ জানায়, একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে লিসনিং ও রিডিং অংশে ভুল স্কোর তৈরি হয়। তাদের মতে, মাত্র ১ শতাংশ পরীক্ষায় সমস্যা হয়েছিল, তবে পরবর্তীতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮ হাজার পরীক্ষার্থী। ভুলটি ধরা পড়ার পর পরীক্ষার্থীদের নতুন স্কোর পাঠিয়ে ক্ষমাও চাওয়া হয় ।

এ দীর্ঘ বিলম্বের ফলে ভুলভাবে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট ভিসা, এমনকি এনএইচএস-এ চাকরি নিয়েও ব্রিটেনে চলে এসেছেন। বাংলাদেশ, চীন ও ভিয়েতনামে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তাই অভিবাসন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

একটি আলাদা তদন্তে উঠে এসেছে, এসব দেশে সঙ্ঘবদ্ধ চক্র প্রশ্নফাঁস করে অভিবাসীদের কাছে বিক্রি করেছে। বাংলাদেশে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যারা এক হাজার থেকে দুই হাজার ৫০০ পাউন্ড নিত প্রশ্ন ফাঁসের জন্য।

ভিয়েতনামে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে ব্রিটিশ কাউন্সিল পুরো সেশন বাতিল করে ব্রেক-আপ পরীক্ষা নিতে বাধ্য হয় সম্ভাব্য প্রশ্নফাঁসের কারণে। চীনেও প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ব্রিটেনের এনএইচএস-এ এ ধরনের ঝুঁকির কারণ হচ্ছে অনেক কর্মী পর্যাপ্ত ইংরেজি জানেন না। প্রশ্নফাঁসের সুযোগ নিয়ে তারা চাকরি পেয়েছেন।

এনএইচএস-এর কিছু কর্মীর ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা এতটাই কম যে রোগীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এক ঘটনায় জানা যায়, একজন কেয়ার-ওয়ার্কার 'ব্লিডিং', 'অ্যালার্জড' ও 'আলাইভ' শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারেননি, ফলে জরুরি সেবায় বিলম্ব ঘটে। এ বিষয়ে সমালোচনা ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি বলছে, যারা ইংরেজি পরীক্ষায় প্রকৃতভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিলিপ বলেছেন, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ ইংরেজি না জেনেই বসবাস করছেন। এর মধ্যে আরো ৭৮ হাজার জন ভুল স্কোরের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ভিসা পেয়েছেন, এটাই এক ধরনের বিপর্যয়। তিনি বলেন, অধিবাসীরা ইংরেজি না জানলে তারা সমাজে একীভূত হতে পারে না এবং রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, কারণ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ভর্তির স্থগিতাদেশ দিয়েছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়।

এ দিকে, ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানায়, কিছু ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কিছু ভর্তির আবেদন সাময়িক স্থগিত করেছে, ভিসা সিস্টেমের অপব্যবহার ও ভাষা দক্ষতার অপ্রতুলতার কারণে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 12 I Issue 35 I 12 - 18 December 2025

MD EMTIAJ HOSSAIN
Solicitor-Advocate
The Higher courts of England & Wales
Call Us: 075762 999 951
PC SQUARE SOLICITORS LLP
Leading Provider
LEGAL AID Services
119 New Road (2nd Floor)
London E1 1HJ
admin@pcsquaresolicitors.com
020 7655 4352

ঠাণ্ডা মাথার খুনি

চুরি করে ধরা পড়ায় মা মেয়েকে হত্যা

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা লায়লা আফরোজ (৪৮) ও মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ (১৫) কে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্মী আয়েশা (২০)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডে মাত্র চারদিন আগে ওই বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেয় সে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ বলছে, চুরি করে পালানোর সময় বাধা দেয়ায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। হত্যার পর নাফিসার স্কুল ড্রেস পরে আয়েশা পালিয়ে চলে যায় ঝালকাঠি। গতকাল ঝালকাঠির নলছিটি এলাকা থেকে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। হত্যাকাণ্ডের আয়েশা একা জড়িত ছিল নাকি আরও কেউ ছিল বা হত্যাকাণ্ডে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে কিনা সেটিও যাচাই-বাছাই চলছে।

গ্রেপ্তারকৃত আয়েশা নরসিংদী সদর থানার সলিমগঞ্জ এলাকার রবিউল ইসলামের মেয়ে। বর্তমানে সে সাভারের হেমায়েতপুর পূর্বহাটি এলাকায় ভাড়া বাসায় স্বামী রাব্বি সিকদারকে নিয়ে থাকতো। গৃহকর্মী আয়েশার স্বামী সাংবাদিকদের বলেন, অভাব থাকলে অনেক কিছু হয়। আগের দিন একটু চিল্লাচিল্লি করছি, ব্যাগে মোবাইল, ল্যাপটপ এসব নিয়ে এসেছে ভেবেছে কয়টা টাকা পাবে- আমাকে দিবে। সবকিছু কমপ্লিট, নিয়ে আসবে এই সময় মনে হয় ওর ম্যাডাম পেছন থেকে আটকাইছে, যাই হোক ওই ধস্তাধস্তির সময় চিন্তা করছে আটকাইছে এখন বাঁচা লাগবে। বেঁচে আসার চিন্তায় ও এসব করছে।

তেজগাঁও বিভাগের -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

১১ মাসে দুদকের জালে ৩ হাজার ৫০০ ভিআইপি

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : গণ অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চলমান দৃশ্যমান অভিযান জোড়দার হয়েছে। ধরপাকড়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধে যেমন রেকর্ড সাফল্য দেখিয়েছে, তেমনি মামলা-চার্জশিটেও অপেক্ষাকৃত বেশি আসামিকে অভিযুক্ত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

২০২৩ ও ২০২৪ সালের সঙ্গে তুলনা করলে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মামলাও চার্জশিট যেমন বেড়েছে; তেমনি দুদকের জালে ফেঁসেছেন অনেক রাজনৈতিক ও সরকারি বড় বড় আমলা।

দুদক থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও জবাবদিহিতার মাধ্যমে মানবাধিকারে অগ্রগতি সম্ভব

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ : বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রচার ও সুরক্ষায় তাদের অব্যাহত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাজ্য। দেশটি বলছে, চ্যালেঞ্জ থাকলেও সংলাপ, জবাবদিহিতা এবং সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রগতি সম্ভব।

গত বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে এক বার্তায় এ মন্তব্য -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk